Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসিমা খাতুন

রোলঃ 23100120399

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাসিমা খাতুন

রোলঃ 23100120399

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাসিমা খাতুন, আইডিঃ 23100120399 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Nasima Khatoon

(স্বাক্ষর)

নাসিমা খাতুন

আইডিঃ 23100120399

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

গবেষণার পটভূমি 8

আকিদা বিষয়ে থিসিস করার উদ্দেশ্য 9

।। প্রথম অধ্যায় ।। আকীদার ধারণা ও গুরুত্ব 12

১.১ আকীদার শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা 12

১.২ বিশুদ্ধ আকীদার বৈশিষ্ট্য 12

১. ৩ কুরআন ও সুন্নাহতে আকীদার ভিত্তি 13

১. ৪ আকিদা ও ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক 14

১. ৫ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা পরিচিতি 15

১. ৬ সালাফে সালেহীনের মানহাজ 18

১. ৭ ইসলামী জীবনে আকিদার গুরুত্ব 20

।। দ্বিতীয় অধ্যায়।। ঈমানের ধারণা ও কাঠামো 22

২. ১ ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা 22

২. ২ ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত 22

২. ৩ ঈমানের স্তম্ভ সমূহ 24

২. ৪ ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি 33

২. ৫ অন্তর, মুখ ও আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক 35

।। তৃতীয় অধ্যায়।। বিশুদ্ধ আকিদা ও ঈমান গঠনের সম্পর্ক 40

৩.১ বিশুদ্ধ আকিদা ঈমানের ভিত্তি 40

৩.২ তাওহীদের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হওয়া 41

৩.৩ আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি 43

৩.৪ ইখলাস ও আমলের বিশুদ্ধতা 44

৩.৬ ইবাদতে একনিষ্ঠত সৃষ্টি 49

।। চতুর্থ অধ্যায় ।। তাওহীদের ভূমিকা ঈমান গঠনে 56

৪.১ তাওহীদের পরিচয় 56

৪.২ তাওহীদের প্রকারভেদ 56

৪.৪ তাওহীদের প্রভাব ব্যক্তিজীবনে 58

৪.৫ তাওহীদের প্রভাব সমাজজীবনে 59

৪.৬ শিরকের ভয়াবহতা 59

৪.৭ শিরক ঈমান ধ্বংসের কারণ 60

।। পঞ্চম অধ্যায় ।। ভ্রান্ত আকিদা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব 61

৫.১ ভ্রান্ত আকিদার সংজ্ঞা 61

৫.২ ভ্রান্ত আকিদার কারণসমূহ 61

৫.৩ সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদা 62

৫.৪ বিদআত ও কুসংস্কার 63

৫.৫ কবরপূজা ও শিরকী কার্যক্রম 63

৫.৬ নাস্তিকতা ও সেকুলারিজম 64

৫.৭ ভ্রান্ত আকিদার কারণে ঈমান দুর্বল হওয়া 65

৫.৮ পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় 65

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।। আধুনিক যুগে আকিদা রক্ষার চ্যালেঞ্জ 67

৬.১ আধুনিক চিন্তাধারা ও আকিদাগত সংকট 67

৬.২ সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব 67

৬.৩ বিভ্রান্তিকর দাওয়াহ ও বক্তৃতা 68

৬.৪ ইসলামবিরোধী প্রচারণা 69

৬.৫ যুবসমাজের ঈমানী দুর্বলতা 69

৬.৬ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব 70

৬.৭ আকিদা সংরক্ষণে করণীয় 70

।। সপ্তম অধ্যায় ।। ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদা চর্চার ব্যবহারিক উপায় 72

৭.১ কুরআন অধ্যয়ন ও তাদাব্বুর 72

৭.২ সহীহ হাদীস অধ্যয়ন 73

৭.৩ সালাফদের আকিদা অনুসরণ 73

৭.৪ আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ 74

৭.৫ নিয়মিত ইবাদত ও যিকির 74

৭.৬ দোয়া ও আত্মসমালোচনা 74

৭.৭ ইসলামী পরিবেশ গঠন 75

৭.৮ পরিবারে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা 75

৭.৯ শিশু ও তরুণদের ঈমানী তরবিয়ত 75

।। অষ্টম অধ্যায়।। বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনের মূল উৎস 77

৮.১ কুরআনের ভূমিকা 77

৮.২ সুন্নাহর ভূমিকা 78

৮.৩ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর আকিদা 79

৮.৪ সালাফে সালেহীনদের মানহাজ 79

।। নবম অধ্যায় ।। বিশুদ্ধ আকিদাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা 82

৯.১ সমাজ সংস্কারে আকিদার ভূমিকা 82

৯.২ ন্যায়নীতি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা 82

৯.৩ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে বিশুদ্ধ আকিদার প্রভাব 83

৯.৪ দাওয়াহ ও ইসলামী আন্দোলনে আকিদার গুরুত্ব 83

৯.৫ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ আকিদার প্রভাব 84

।। দশম অধ্যায় ।। গবেষণার সারসংক্ষেপ 85

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে ঈমানের মতো মহামূল্যবান নেয়ামত দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী-রাসূলগণের সর্দার, রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের ওপর।

পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ তারাই, যারা আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। একজন মুসলমানের জীবনে ঈমানই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ; বরং তা তার প্রাণের চেয়েও অধিক মূল্যবান। তবে ঈমান কেবল মুখে কালিমা পাঠ করার নাম নয়; বরং তা এমন একটি বিশ্বাসব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা, কর্ম, চরিত্র ও জীবন পরিচালনার ভিত্তি। ঈমানের মৌলিক ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ আকীদা ও তাওহীদ। তাওহীদ শুধু কিছু শব্দ উচ্চারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর সঙ্গে এমন বহু বিষয় জড়িত, যা জানা ও মানা ছাড়া তাওহীদের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় না। আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ভুল ধারণার কারণে অনেক সময় মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে শিরক, কুফর, বিদআত ও নানা ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ প্রবেশ করে, অথচ সে নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারে না। এজন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সে অনুযায়ী নিজের ঈমানকে শুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশুদ্ধ আকীদার গুরুত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ করেন—

أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ

অর্থ: "তোমার দ্বীনকে বিশুদ্ধ কর; তাহলে অল্প আমলও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

বিশুদ্ধ আকীদা মানুষের সকল আমলের ভিত্তি। আকীদা সঠিক হলে আমল কবুল হওয়ার আশা করা যায়, আর আকীদায় ত্রুটি দেখা দিলে মানুষের ঈমান ও আমল উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই ইসলামে আকীদা সংশোধনের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয়ও ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে শিরক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত করা।

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজ বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিভ্রান্তি, নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ফলে বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

এই গবেষণায় আকীদার পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এর প্রভাব, আকীদাগত বিচ্যুতির কারণ, ক্ষতিকর প্রভাব এবং তা থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এ গবেষণা বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মুসলিম সমাজে সঠিক ইসলামী বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ।

গবেষণার পটভূমি

আকীদা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং একজন মুসলমানের ঈমান ও আমলের মূল স্তম্ভ। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই ইসলামী আকীদার ভিত্তি গঠন করে। এই বিশ্বাস যদি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়, তবে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে আকীদাগত বিচ্যুতি মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে এবং তাকে শিরক, বিদআত, কুসংস্কার ও বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে।

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজ নানাবিধ বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বস্তুবাদ, কুসংস্কার, চরমপন্থা এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর মতবাদের প্রভাবে অনেক মুসলমান বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেকেই এমন কিছু বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে, যা তাদের ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে নৈতিক অবক্ষয়, আত্মিক সংকট এবং ইসলামী মূল্যবোধের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ বিশুদ্ধ আকীদার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: "আর আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের প্রত্যেকের প্রতি এ ওহী পাঠিয়েছি যে, 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।'" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম মানুষের আকীদা সংশোধনের কাজ করেছেন। কারণ বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই ঈমানকে সুদৃঢ়, শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করার জন্য বিশুদ্ধ আকীদার জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, এই গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদার ধারণা, এর মৌলিক বিষয়সমূহ, ঈমান গঠনে এর ভূমিকা, ভ্রান্ত আকীদার ক্ষতিকর প্রভাব এবং সমকালীন প্রেক্ষাপটে আকীদা সংরক্ষণের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করা হবে। আশা করা যায়, এ গবেষণা মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ ইসলামী বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঈমানি চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ।

আকিদা বিষয়ে থিসিস করার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য

ইসলামি শরিয়াহ ও আকাইদ শাস্ত্রে আকিদা (বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস) বিষয়ে থিসিস বা গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের মৌলিক ভিত্তিগুলোকে বিশুদ্ধভাবে জানা, তা সংরক্ষণ করা এবং সমকালীন বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করা।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নির্ভরযোগ্য দলিল, কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আকিদা বিষয়ে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ঈমান ও তাওহীদের বিশুদ্ধতা অর্জন

ইসলামের সমস্ত আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হলো আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া। আকিদা বিষয়ে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর গুণাবলী (সিফাত) এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে এমন অকাট্য জ্ঞান অর্জন করা, যা সব ধরনের সন্দেহ দূর করে।

- পবিত্র কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআ''লা বলেন-

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ.......

" অতএব জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই..." (সূরা মুহাম্মাদ: ১৯) এখানে আমল বা প্রচারের আগে 'জানা' বা জ্ঞান (ইলম) অর্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আকিদার থিসিস এই ইলম অর্জনের একটি পদ্ধতিগত মাধ্যম।

২. বিদআত ও বিভ্রান্ত আকিদার খণ্ডন (দিফা‘ আনিল আকিদাহ)

- ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইসলামের মৌলিক আকিদাকে বিকৃত করার জন্য নানা ভ্রান্ত ফেরকা ও মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানেও নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং মডার্নিজমের মতো নতুন নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক ফেতনা তৈরি হচ্ছে। এগুলোকে একাডেমিক ও দালিলিক উপায়ে খণ্ডন করা আকিদা গবেষণার অন্যতম বড় উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে, সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। যারা তাদের ছেড়ে যাবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না..." (সহীহ মুসলিম)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলসহ সালাফদের মতে, এই দলটির অন্যতম কাজ হলো ইলমি ও দালিলিক লড়াইয়ের মাধ্যমে দ্বীনের বিকৃতি রোধ করা।

৩. সালাফে সালেহীনের মানহাজ বা পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূল বৈশিষ্ট্য হলো তারা সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িনদের (সালাফে সালেহীন) বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহকে উপলব্ধি করেন। আকিদার থিসিসের উদ্দেশ্য হলো আধুনিক যুগের জটিল পরিভাষা ও দর্শনের ভিড়ে সালাফদের সেই সরল, স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ মানহাজকে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

পবিত্র কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ......

"আর যারা মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে..." (সূরা আত-তাওবাহ: ১০০)

৪. উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক পতন রোধ

আমলের ত্রুটি মানুষকে গুনাহগার বানায়, কিন্তু আকিদার ত্রুটি মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারে অথবা গোমরাহীর চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহকে আকিদাগত বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে একটি মজবুত ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আকিদার ইলম প্রসার করা জরুরি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর দলিল: বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন: "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা ততদিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন তা আঁকড়ে ধরবে: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক) এই আঁকড়ে ধরার প্রথম এবং প্রধান ধাপ হলো আকিদাগতভাবে এই দুই উৎসের অনুসারী হওয়া, যা গবেষণার মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়।

৫. ফরজে কিফায়া দায়িত্ব পালন

উম্মতের একটি দলের জন্য দ্বীনের গভীর জ্ঞান (তাফাক্কুহ ফিদ্ দীন) অর্জন করা এবং মানুষের আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন করার দায়িত্ব পালন করা ফরজে কিফায়া। আকিদা বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা বা থিসিস করার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ শারিয়াহ দায়িত্বটি আঞ্জাম দেওয়া হয়।

পবিত্র কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-ا-وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"আর মুমিনদের সবার একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। সুতরাং তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের কওম যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যেন তারাও সতর্ক হয়(সূরা আত-তাওবাহ: ১২২)

গবেষণার গুরুত্ব

আকীদা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং একজন মুসলমানের ঈমান ও আমলের মূল স্তম্ভ। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই আকীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, কুসংস্কার, শিরক, বিদআত, নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের প্রভাবে মুসলিম সমাজে আকীদাগত বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশুদ্ধ আকীদা বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আকীদার মৌলিক বিষয়সমূহ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হবে, যা মুসলমানদের সঠিক বিশ্বাস গ্রহণে সহায়তা করবে। পাশাপাশি ভ্রান্ত আকীদা ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার পথ নির্দেশিত হবে।

এ গবেষণা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বিশুদ্ধ আকীদার প্রভাব ও গুরুত্ব তুলে ধরবে। এর ফলে ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা, তাকওয়া এবং আল্লাহভীতি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও গবেষণাটি শিক্ষার্থী, গবেষক, দাঈ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য আকীদা বিষয়ে একটি তথ্যবহুল ও দলিলভিত্তিক রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতে পারে।

সর্বোপরি, এই গবেষণা মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ তাওহীদ ও সহীহ আকীদার চেতনা জাগ্রত করা, ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

।। প্রথম অধ্যায় ।।   আকীদার ধারণা ও গুরুত্ব

১.১ আকীদার শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলোকে

আকীদার শাব্দিক অর্থ

“আকীদা” (العقيدة) শব্দটি আরবি “عقد” ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—দৃঢ়ভাবে বাঁধা, মজবুতভাবে স্থির করা, অটল বিশ্বাস স্থাপন করা।

আরবরা বলে—

عَقَدَ الْحَبْلَ “সে রশিকে শক্তভাবে বাঁধল।”

অর্থাৎ, যে বিশ্বাস মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং সন্দেহমুক্ত হয় তাকেই আকীদা বলা হয়।

আকীদার পারিভাষিক সংজ্ঞা

“আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত ও তাকদীরসহ দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক দৃঢ় বিশ্বাস।”

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহ.) বলেন—

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة

“এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার বর্ণনা।” — আল আকীদাৎআত্বহবী।

১.২ বিশুদ্ধ আকীদার বৈশিষ্ট্য

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ আকীদার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।—

(ক) কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত

বিশুদ্ধ আকীদার প্রধান উৎস হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ।

আল্লাহ বলেন-

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অনুবাদ:

“তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।”

— সূরা আন-নিসা ৪ : ৫৯

(খ) সাহাবায়ে কিরামের বুঝ অনুযায়ী

আহলুস সুন্নাহর আকীদা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাখ্যা ও বুঝের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ বলেন—

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا

"তারা যদি তোমাদের মতো ঈমান আনে তবে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত

— সূরা আল-বাকারা ২ : ১৩৭

(গ) শিরকমুক্ত তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত

বিশুদ্ধ আকীদার কেন্দ্রবিন্দু হলো তাওহীদ।

আল্লাহ বলেন— قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।" — সূরা আল-ইখলাস: ১-২

(ঘ) বিদআত ও কুসংস্কারমুক্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد

"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" — সহীহ বুখারী

১. ৩ কুরআন ও সুন্নাহতে আকীদার ভিত্তি

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে আকীদার একমাত্র গ্রহণযোগ্য **উৎস হলো—**আল-কুরআন,সহীহ সুন্নাহ,সাহাবায়ে কিরামের ইজমা ও সালাফে সালেহীনের বুঝ

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন—

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

"উম্মতের শেষাংশ কেবল সেই পদ্ধতিতেই সংশোধিত হবে, যে পদ্ধতিতে প্রথমাংশ সংশোধিত হয়েছিল।"

কুরআনের দলিল

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর।"

১. ৪ আকিদা ও ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইসলামে “আকিদা” ও “ঈমান” একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া ঈমান শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। আকিদা হলো ঈমানের ভিত্তি, আর ঈমান হলো সেই আকিদার বাস্তব প্রতিফলন।

আকিদার সংজ্ঞা

“আকিদা” শব্দটি আরবি “عقد” (আকদ) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো দৃঢ়ভাবে বাঁধা, বিশ্বাস করা বা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ইসলামী পরিভাষায় আকিদা বলতে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত ও তাকদীরসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে বোঝায়।

ঈমানের সংজ্ঞা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে ঈমান হলো—

“অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।”

অর্থাৎ ঈমান শুধু মুখে স্বীকার করার নাম নয়; বরং অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের আমলও এর অন্তর্ভুক্ত।

আকিদা ও ঈমানের সম্পর্ক

১. আকিদা হলো ঈমানের ভিত্তি

যেমন একটি ভবনের ভিত্তি শক্ত না হলে ভবন টেকে না, তেমনি বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া ঈমানও স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۟ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরি করবে, তার সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।” — সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৫

এ আয়াত প্রমাণ করে যে সঠিক ঈমান ও আকিদা ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

২. ঈমান আকিদার বাস্তব প্রকাশ

আকিদা অন্তরের বিশ্বাস, আর ঈমান সেই বিশ্বাসের বাস্তব রূপ। একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তখন তার আমল, আচার-আচরণ ও জীবনধারায় তার প্রভাব দেখা যায়।

উদাহরণ:

- আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে।
- তাকদীরে বিশ্বাস ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে।
- তাওহীদের বিশ্বাস শিরক থেকে বাঁচায়।

৩. বিশুদ্ধ আকিদা ঈমানকে শক্তিশালী করে -

যার আকিদা কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক, তার ঈমানও মজবুত হয়। সে সন্দেহ, বিদআত ও বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ বলেন— وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

“মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।” — সূরা আল-আনফাল ৮ : ২

৪. ভ্রান্ত আকিদা ঈমান ধ্বংস করে

শিরক, কুফর, নিফাক ও বিদআতের মতো ভ্রান্ত আকিদা ঈমানকে দুর্বল বা নষ্ট করে দেয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন— “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছু সংযোজন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” — Sahih al-Bukhari ও Sahih Muslim

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি -

- ঈমান বৃদ্ধি পায় ও কমে।
- নেক আমলের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
- গুনাহের কারণে ঈমান দুর্বল হয়।
- বিশুদ্ধ আকিদা ঈমান রক্ষার প্রধান মাধ্যম।

উপসংহার

আকিদা ও ঈমান একে অপরের পরিপূরক। বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, আর ঈমান ছাড়া আকিদার বাস্তব ফল প্রকাশ পায় না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকিদা অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ধারণা দূর করা ।দ্বীনের সঠিক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া ।

১. ৫ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা পরিচিতি

ভূমিকা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হলো ইসলামের সেই মূলধারা, যারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ), তাবেঈন ও সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী গ্রহণ ও অনুসরণ করেন। তাদের আকিদা বিশুদ্ধ তাওহীদ, নবুওয়াত, আখিরাত ও ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের ইতিহাসে এ দলটিকেই “নাজাতপ্রাপ্ত দল” হিসেবে উল্লেখ করাআ হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

“আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এক দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।”

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! সেই দল কোনটি?”

তিনি বললেন,

“যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” — Jami` at-Tirmidhi

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ : আহল = অনুসারী বা অধিকারী

সুন্নাহ = রাসূল ﷺ এর আদর্শ ও পথ

জামাআত = ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বলতে বোঝায়—

“যারা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত।”

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদার মূলনীতি

১. কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ প্রমাণ মানা

আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে ইসলামের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলো আল্লাহর

কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন- فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

“তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ কর, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।”

— সূরা আন-নিসা ৪ : ৫৯

২. সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ

সাহাবীগণ ইসলামের প্রকৃত ধারক ও বাহক। তাই তাদের বুঝ অনুযায়ী দ্বীন পালন করাই নিরাপদ পথ।

আল্লাহ বলেনঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

অনুবাদ :

“মুহাজির ও আনসারদের অগ্রবর্তী প্রথম দল এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।”

— সূরা আত-তাওবা: ১০০

৩. তাওহীদের বিশুদ্ধ আকিদা

আহলুস সুন্নাহ তাওহীদের তিন প্রকারে বিশ্বাস করে—

ক. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রক।

খ. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করা।

গ. তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিকৃতি, অস্বীকার, উপমা বা ধরণ নির্ধারণ ছাড়া বিশ্বাস করা।

আল্লাহ বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অনুবাদ:

“তার সদৃশ কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”

— সূরা আশ-শূরা: **১১**

৪. ঈমান সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর আকিদা

আহলুস সুন্নাহর মতে ঈমান হলো—

অন্তরের বিশ্বাস

মুখের স্বীকৃতি

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল

এবং ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়।

আল্লাহ বলেন -هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡۗ

“তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করতে পারে।”

— সূরা আল-ফাতহ ৪৮ : ৪

তাকদীর সম্পর্কে আকিদা

আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার অধীন। তবে মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে এবং সে তার কাজের জন্য দায়ী।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

“তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।” — Sahih Muslim

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে আকিদা

আহলুস সুন্নাহ সকল সাহাবীকে সম্মান করে এবং তাদের মধ্যে কাউকে গালি দেওয়া বা বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম মনে করে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

“তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না।” — Sahih al-Bukhari

বিদআত সম্পর্কে অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয় (বিদআত) থেকে সতর্ক থাকে।

রাসূল ﷺ বলেন

“প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” — Sunan an-Nasa'i

আখিরাত সম্পর্কে আকিদা

আহলুস সুন্নাহ কবরের আযাব, হাশর-নাশর, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের উপর বিশ্বাস করে।

আল্লাহ বলেন -

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِیَةٌ لَّا رَیۡبَ فِیۡهَا

"নিশ্চয়ই কিয়ামত আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই।" — সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ৭

৫. আহলুস সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য

১. কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ

২. সালাফে সালেহীনের মানহাজ গ্রহণ

৩. বিদআত থেকে দূরে থাকা

৪. উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করা

৫. মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

৬. ইলম ও আমলের সমন্বয় করা

উপসংহার

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদাই হলো রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালেহীনের বিশুদ্ধ আকিদা। একজন মুসলমানের জন্য এই আকিদা জানা, বিশ্বাস করা ও তার উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না এবং আমলও সঠিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা করা এবং ভ্রান্ত আকিদা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

আকীদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি এবং ঈমানের প্রাণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের বুঝের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা করা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকা এবং সালাফে সালেহীনের পথ অনুসরণ করা।

১. ৬ সালাফে সালেহীনের মানহাজ

সালাফে সালেহীনের মানহাজ বলতে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের বুঝ অনুযায়ী গ্রহণ ও অনুসরণ করার পথকে বোঝায়। "সালাফ" অর্থ পূর্ববর্তী নেককার মানুষ; আর "সালাফে সালেহীন" বলতে ইসলামের প্রথম তিন শ্রেষ্ঠ যুগের নেককার মুসলিমদের বুঝানো হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ "সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।"
— Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim

সালাফে সালেহীনের মানহাজের মূলনীতি

১. কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া

সালাফগণ দ্বীনের সকল বিষয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَي اللهِ وَالرَّسُوْلِ

অনুবাদ : “অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।” — সূরা আন-নিসা: ৫৯

২. সাহাবায়ে কেরামের বুঝকে অনুসরণ করা

দ্বীন বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবীদের ব্যাখ্যা ও আমলকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ধরা হয়।

আল্লাহ বলেন-“মুহাজির ও আনসারদের অগ্রগামী প্রথম দল এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে— আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।” — সূরা আত-তাওবা: ১০০

৩. বিদআত থেকে বেঁচে থাকা- সালাফে সালেহীন দ্বীনে নতুন সংযোজনকে কঠোরভাবে বর্জন করতেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন- “যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” — Sahih al-Bukhari

৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে সঠিক আকিদা রাখা -সালাফগণ আল্লাহর নাম ও সিফাতকে বিকৃতি, অস্বীকার, উপমা বা ধরণ নির্ধারণ ছাড়া বিশ্বাস করতেন।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন-“ইস্তিওয়া জানা, কিন্তু তার ধরন অজানা; এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।”

৫. উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করা -সালাফগণ বিভেদ ও দলাদলি অপছন্দ করতেন এবং জামাআতের সাথে থাকার প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন-“তোমরা জামাআতকে আঁকড়ে ধরো।” — Sunan al-Tirmidhi

সালাফে সালেহীনের মানহাজের বৈশিষ্ট্য

- বিশুদ্ধ তাওহীদের প্রতি আহ্বান
- সুন্নাহর অনুসরণ
- শিরক ও বিদআত থেকে সতর্কতা
- মধ্যপন্থা অবলম্বন
- ইলম ও আমলের সমন্বয়
- চরিত্র ও তাকওয়ার গুরুত্ব
- উলামায়ে হকের সম্মান করা
- আকিদা ও মানহাজের সম্পর্ক

আকিদা হলো বিশ্বাসের ভিত্তি, আর মানহাজ হলো সেই বিশ্বাস অনুযায়ী চলার পদ্ধতি। সালাফে সালেহীনের মানহাজ বিশুদ্ধ আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপসংহার

সালাফে সালেহীনের মানহাজ হলো কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের বুঝের উপর প্রতিষ্ঠিত সরল ও বিশুদ্ধ পথ। একজন মুসলমানের ঈমান, আমল ও চরিত্র সঠিক রাখতে এ মানহাজ অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. ৭ ইসলামী জীবনে আকিদার গুরুত্ব

ভূমিকা

আকিদা হলো ইসলামের মৌলিক ভিত্তি। একজন মুসলমানের চিন্তা, বিশ্বাস, ইবাদত ও আমলের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো বিশুদ্ধ আকিদা। আকিদা শুদ্ধ না হলে আমল কবুল হয় না এবং ঈমানও পূর্ণতা লাভ করে না। তাই ইসলামে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে তা হলো তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আকিদা।

আকিদার পরিচয়

"আকিদা" শব্দটি আরবি العقيدة থেকে এসেছে, যার অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, মজবুত বন্ধন বা অন্তরের অটল প্রত্যয়। ইসলামী পরিভাষায় আকিদা বলতে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক দৃঢ় বিশ্বাসকে বোঝায়।

ইসলামী জীবনে আকিদার গুরুত্ব

১. আকিদা ইসলামের মূল ভিত্তি

ইসলামের সকল আমল ও ইবাদতের ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ আকিদা। যেমন ভিত্তি ছাড়া ভবন টিকে না, তেমনি আকিদা ছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

অনুবাদ "যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করে যা কখনো ভাঙবে না।" — সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬

২. বিশুদ্ধ আকিদা ঈমানকে শক্তিশালী করে

আকিদা শুদ্ধ হলে মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল ও ইখলাস সৃষ্টি হয়। এতে ঈমান দৃঢ় হয় এবং মানুষ গুনাহ থেকে দূরে থাকে।

আল্লাহ বলেন— اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

অনুবাদ- "মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।" — সূরা আল-আনফাল ৮ : ২

৩. আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত

শুধু বেশি আমল করলেই হবে না; আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান ও আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন— وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অনুবাদ -"আর যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যেত।" — সূরা আল-আন'আম ৬ : ৮৮

এ আয়াত প্রমাণ করে যে ভ্রান্ত আকিদা মানুষের সকল নেক আমল ধ্বংস করে দিতে পারে।

৪. শিরক ও কুফর থেকে রক্ষা করে

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে। একজন ব্যক্তি যখন তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, তখন সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তাবিজ-কবজে বিশ্বাস বা কবরপূজার মতো ভ্রান্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ বলেন—اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

অনুবাদ -"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না।" — সূরা আন-নিসা ৪ : ৪৮

৫. আখিরাতে মুক্তির মাধ্যম

বিশুদ্ধ আকিদা জান্নাতে প্রবেশের প্রধান উপায়। রাসূল ﷺ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েই নবুওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যাবে যে সে আল্লাহর সাথে কোনো শরীক করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" — সহীহ মুসলিম

৬. নৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা

বিশুদ্ধ আকিদা একজন মানুষকে সত্যবাদী, আমানতদার, ধৈর্যশীল ও বিনয়ী করে তোলে। কারণ সে বিশ্বাস করে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং একদিন হিসাব গ্রহণ করবেন।

৭. সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে

যখন সমাজের মানুষ কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ আকিদা অনুসরণ করে, তখন বিভেদ, বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদ কমে যায় এবং উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ বলেন— وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অনুবাদ-"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" — সূরা আলে ইমরান: ১০৩

উপসংহার

ইসলামী জীবনে আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম। আকিদা হলো ঈমানের প্রাণ এবং সকল ইবাদতের ভিত্তি। বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে, শিরক ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা করা ও তা জীবনে বাস্তবায়ন করা।

।। দ্বিতীয় অধ্যায়।। ঈমানের ধারণা ও কাঠামো

২. ১ ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ঈমানের সংজ্ঞা (تعريف الإيمان):

ইসলামী পরিভাষায় ঈমান হলো— অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা।

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তা কথা ও কাজে প্রকাশ করাই ঈমান।

আরবিতে বলা হয়-الإيمان قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية।

অর্থ-"ঈমান হলো জিহ্বার স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। এটি আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের মাধ্যমে কমে যায়।"

কুরআনের আলোকে ঈমান

আল্লাহ তাআলা বলেন-إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

অনুবাদ-"মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভীত হয়..." — সূরা আল-আনফাল ৮ : ২

হাদীসের আলোকে ঈমান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

...الإيمان بضعٌ وسبعون شعبةً، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

"ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া..." — সহীহ মুসলিম

ঈমান শুধু মুখের কথা নয়; বরং বিশ্বাস, কথা ও আমলের সমন্বিত নাম। বিশুদ্ধ ঈমান একজন মানুষকে সৎকর্ম, তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পরিচালিত করে।

২. ২ ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'ঈমান'। প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের দাওয়াত। ঈমান ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ঈমানের উপর নির্ভর করেই বান্দার জান্নাত-জাহান্নাম ও পরকালীন মুক্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে ঈমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।-

ঈমানের পরিচয় : ঈমান (الإيمان) শব্দটি আম্ন (امن) শব্দ থেকে নির্গত। আমন অর্থ- নিরাপত্তা, আশংকামুক্তি,নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি।

- যা ভীতির বিপরীত। আর মুমিন শব্দের অর্থ হ'ল- বিশ্বাসী, আস্থাশীল, আস্থাবান। যেমন হাদীছে এসেছে, الْمُؤْمِنُ مَن أَمِنَهُ النَّاسُ،

‘মুমিন তো তিনিই যাকে মানুষ নিরাপদ মনে করে’।

- পরিভাষায় ঈমান বলা হয়,الْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ، ‘ঈমান’ হ’ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ’ল মূল এবং কর্ম হ’ল শাখা।
- ঈমান কি? জিব্রীল (আঃ)-এর এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেন,أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ। ‘ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং এছাড়া তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা’।

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত :

ঈমানের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ল-

(১) ইসলামের প্রথম ভিত্তি ঈমান : ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হ’ল ঈমান তথা ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’ এই সাক্ষ্য দেওয়া। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে রাসুল ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

‘ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাযানের সিয়াম পালন করা’। [4]

যুগে যুগে সমাজে নানাবিধ খারাপ কাজ বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ،

অনুবাদ-আর তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকটে এই অহি করিনি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর’ (আম্বিয়া ২১/২৫)। ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে শরী‘আত ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও সকল নবীকে তাওহীদ (তথা ঈমান) দিয়ে পাঠানো হয়েছে।[5] অন্য আয়াতে প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করে ।

আল্লাহ বলেন -يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ-

অনুবাদ- ‘হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই’ (আ‘রাফ ৭/৫৯)।[6] রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম দাওয়াতও ছিল ঈমানের। তিনি বলতেন, قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا، ‘তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ’লে তোমরা সফলকাম হবে’।[7]

(২) ঈমানের পর অন্যান্য বিধান : যারা কালেমার সাক্ষ্য দিবে তথা ঈমান আনয়ন করবে তাদের উপরই ইসলামের পরবর্তী বিধানগুলো অর্পিত হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

অর্থ : নিশ্চয়ই তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ, যারা আহলে কিতাব। তাই প্রথমে তাদেরকে এই সাক্ষ্যের দিকে আহ্বান করবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।'

যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।

আর যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা (যাকাত) ফরজ করেছেন..." Sahih al-Bukhari, হাদীস নং ১৩৯৫, ১৪৫৮, ৭৩৭২

২. ৩ ঈমানের স্তম্ভ সমূহ

ইসলামে ঈমানের ৬টি স্তম্ভ রয়েছে। এগুলোকে আরকানুল ঈমান বলা হয়। একজন মুসলিমের জন্য এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা ফরয।

ঈমানের স্তম্ভসমূহ-

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান

ঈমানের স্তম্ভসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

(ঈমিনবিল্লাহ) হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। এর অর্থ হলো—আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, উপাস্য এবং সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রধান দিকগুলো হলো:

- আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস
- তিনি আছেন, তিনি চিরঞ্জীব ও অনন্ত।
- আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস (তাওহীদ)
- আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই।

কুরআনে বলা হয়েছে :قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

অনুবাদ-"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।" — আল-কুরআন

আল্লাহর গুণাবলিতে বিশ্বাস

- তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।
- শুধু আল্লাহর ইবাদত করা
- নামাজ, দোয়া, কুরবানি, আশা ও ভয়—সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া।
- আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট থাকা
- সুখ-দুঃখ, রিজিক ও তাকদীর—সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের ঈমান মানুষের চরিত্র সুন্দর করে, পাপ থেকে দূরে রাখে এবং অন্তরে শান্তি এনে দেয়।
- ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুযায়ী ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়। নেক আমল, ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়; আর গুনাহ, অবাধ্যতা ও গাফিলতির কারণে ঈমান কমে যায়।

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান -ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ইসলামের ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি করা ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব, মর্যাদা ও দায়িত্বসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

ফেরেশতা কারা? ফেরেশতারা নূরের তৈরি আল্লাহর অনুগত সৃষ্টি। তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করে না এবং সর্বদা তাঁর আদেশ পালন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন -لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ-

"তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না; তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তাই করে।" — সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬৬: ৬

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের বিষয়সমূহ

১. তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস- ফেরেশতারা অদৃশ্য জগতের সৃষ্টি। আমরা তাদের দেখি না, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস করি।

২. যেসব ফেরেশতার নাম জানা গেছে তাদের প্রতি বিশ্বাস যেমন—

1. জিবরীল আলাইহিস সালাম — নবীদের কাছে ওহী পৌঁছে দেন।
2. মিকাইল আলাইহিস সালাম — বৃষ্টি ও রিজিকের দায়িত্বে।
3. ইসরাফীল আলাইহিস সালাম — কিয়ামতের শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন।

4. মালাকুল মাউত — মানুষের রূহ কবজ করেন।

৩. তাদের কাজের প্রতি বিশ্বাস

- ফেরেশতারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। যেমন—
- আমল লেখা,রূহ কবজ করা,জান্নাত ও জাহান্নামের দায়িত্ব পালন
- আল্লাহর আরশ বহন করা ইত্যাদি।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের উপকারিতা -

- আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পায়।
- নেক আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অনুভূতি জাগে।
- অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান

কুরআনের দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

"রাসূল ঈমান এনেছেন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে এবং মুমিনগণও। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি**..."—** সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৮৫

৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান -আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানবজাতিকে হিদায়াত দেওয়ার জন্য নবী-রাসূলদের উপর বিভিন্ন কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন। একজন মুসলমানের জন্য এসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখা ফরয।

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানের সংজ্ঞা -আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য যেসব কিতাব নবীদের উপর নাযিল করেছেন, সেগুলো সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—এ মর্মে বিশ্বাস করাকেই আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান বলা হয়।

কুরআনের দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

অনুবাদ "হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন, আর সেই কিতাবসমূহের প্রতিও যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছিলেন।" — সূরা আন-নিসা: **১৩৬**

আরও বলেন—

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

অনুবাদ -"রাসূল ঈমান এনেছেন ঐ বিষয়ের উপর যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নাযিল করা হয়েছে এবং মুমিনগণও। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।" — সূরা আল-বাকারা: ২৮৫

প্রধান আসমানী কিতাবসমূহ -

আল্লাহ তাআলা চারটি বড় কিতাব নাযিল করেছেন—

১. তাওরাত — নবী মূসা (আ.) এর উপর

২. যাবুর — নবী দাউদ (আ.) এর উপর

৩. ইঞ্জিল — নবী ঈসা (আ.) এর উপর

৪. আল-কুরআন — নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর

এছাড়াও ইবরাহীম (আ.) ও মূসা (আ.) এর উপর সহীফাসমূহ নাযিল হয়েছিল।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

- এটি সর্বশেষ আসমানী কিতাব।
- পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।
- কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।
- সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

অনুবাদ

"নিশ্চয়ই আমিই এ উপদেশ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।" — সূরা আল-হিজর: ৯

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের দাবিসমূহ-

১. সব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে—এ বিশ্বাস করা।

২. যেসব কিতাবের নাম কুরআন-হাদীসে এসেছে, সেগুলোর প্রতি নির্দিষ্টভাবে ঈমান আনা।

৩. কুরআনকে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব হিসেবে মানা।

৪. কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

৫. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত হয়েছে—এ বিশ্বাস রাখা, তবে মূল কিতাবগুলো ছিল সত্য।

আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানের প্রভাব-

- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।
- কুরআন অধ্যয়ন ও আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- হিদায়াতের সঠিক পথ জানা যায়।

- ঈমান দৃঢ় হয় এবং ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উপসংহার

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকীদা। এর মাধ্যমে একজন মুমিন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ছেড়ে দেননি; বরং নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। তাই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করাই প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান -রাসূলগণের প্রতি ঈমান ইসলামের মৌলিক আকীদাগুলোর অন্যতম। একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানবজাতিকে হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের সংজ্ঞা

রাসূলগণের প্রতি ঈমান বলতে বিশ্বাস করা যে—

- আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।
- তাঁরা সবাই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও আল্লাহর মনোনীত বান্দা।
- তাঁরা আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
- সকল রাসূলের দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ।
- সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ ﷺ; তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

কুরআনের দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন—آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

অনুবাদ -“রাসূল ঈমান এনেছেন ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি।” — সূরা আল-বাকারা: ২৮৫

আরও বলেন—

ْمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

অনুবাদ-“আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।” — সূরা আন-নাহল: ৩৬

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

১. সকল নবী-রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

২. যাদের নাম কুরআন-হাদীসে এসেছে তাঁদের নামসহ বিশ্বাস করা।

৩. যাদের নাম জানা নেই তাঁদের সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করা।

৪. কোনো নবীকে অস্বীকার না করা।

৫. নবীদের মধ্যে উলূহিয়্যাতের কোনো গুণ আরোপ না করা।

৬. মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য করা।

কুরআনে উল্লেখিত প্রসিদ্ধ রাসূলগণ

1. আদম (আলাইহিস সালাম)
2. নূহ (আলাইহিস সালাম)
3. ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)
4. মূসা (আলাইহিস সালাম)
5. ঈসা (আলাইহিস সালাম)
6. মুহাম্মাদ ﷺ

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব

- এটি ঈমানের একটি মৌলিক স্তম্ভ।
- রাসূলদের অনুসরণ ছাড়া সঠিক দ্বীন জানা সম্ভব নয়।
- নবীদের জীবন মানবজাতির জন্য আদর্শ।
- রাসূলদের প্রতি ঈমান মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে পরিচালিত করে।

রাসূলগণের দায়িত্ব সমূহ-

- আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া
- মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া
- সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা প্রদান
- মানবজাতির জন্য আদর্শ হওয়া

উপসংহার

রাসূলগণের প্রতি ঈমান একজন মুসলমানের আকীদার অপরিহার্য অংশ। সকল নবী-রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যনিষ্ঠ পথপ্রদর্শক। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস, সম্মান ও অনুসরণই দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথ।

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

আখিরাতের প্রতি ঈমান -আখিরাতের প্রতি ঈমান ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহের অন্যতম। আখিরাত বলতে মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে বোঝায়। একজন মুসলমান বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর জীবন সাময়িক এবং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে, হিসাব নেওয়া হবে এবং আমল অনুযায়ী জান্নাত বা জাহান্নামে প্রতিদান দেওয়া হবে।

আখিরাতের প্রতি ঈমানের সংজ্ঞা

আখিরাতের প্রতি ঈমান বলতে বিশ্বাস করা যে—

- মৃত্যু সত্য।
- কবরের জীবন ও প্রশ্ন সত্য।
- কিয়ামত সংঘটিত হবে।
- সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে।
- আল্লাহ তাআলা আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন।
- মিজান, পুলসিরাত, হাউয, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য।

কুরআনের দলিল -

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

অনুবাদ—"আর তারা আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" — সূরা আল-বাকারা: ৪

আরও বলেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ-"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।"

— সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৮৫

আখিরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ -

১. মৃত্যু -মৃত্যু মানুষের পার্থিব জীবনের সমাপ্তি এবং আখিরাতের জীবনের সূচনা।

২. কবরের জীবন -মানুষ মৃত্যুর পর বরযখের জীবনে প্রবেশ করবে। সেখানে নেককারদের জন্য শান্তি এবং পাপীদের জন্য শাস্তি হবে।

৩. কিয়ামত -একদিন সমগ্র বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৪. পুনরুত্থান -আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন।

৫. হিসাব-নিকাশ -মানুষের প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা ন্যায়বিচার করবেন।

৬. মিজান ও আমলনামা -মানুষের আমল ওজন করা হবে এবং আমলনামা প্রদান করা হবে।

৭. পুলসিরাত -জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু, যা সবাইকে অতিক্রম করতে হবে।

৮. জান্নাত ও জাহান্নাম -

- জান্নাত মুমিনদের চিরস্থায়ী শান্তির আবাস।
- জাহান্নাম কাফির ও অবাধ্যদের শাস্তির স্থান।
- আখিরাতের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব
- মানুষকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে।
- গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

- আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে।
- দুনিয়ার মোহ কমায়।
- ধৈর্য ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে।

হাদীসের দলিল

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন— "বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে।"

— সুনান তিরমিযী

উপসংহার

আখিরাতের প্রতি ঈমান একজন মুসলমানের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই বিশ্বাস মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় করে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান

তাকদীরের প্রতি ঈমান ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহের অন্যতম। এটি ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি। একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ফয়সালার উপর বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

তাকদীরের সংজ্ঞা -"তাকদীর" (القدر) অর্থ হলো— আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন জ্ঞান অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা বাস্তবায়ন করেন।

তাকদীরের প্রতি ঈমানের দলিল

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

"নিশ্চয়ই আমি সবকিছু নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।" — সূরা আল কামার ৫৪ : ৪৯

আরও বলেন—

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদই আসে তা আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" — সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ২২

হাদীসে জিবরীলে রাসূল ﷺ বলেন—

"ঈমান হলো— তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং ভালো-মন্দ তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।" — Sahih Muslim

তাকদীরের প্রতি ঈমানের চারটি স্তর

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুযায়ী তাকদীরের প্রতি ঈমানের চারটি স্তর রয়েছে—

১. আল-ইলম (জ্ঞান) -আল্লাহ তাআলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু চিরকাল থেকেই জানেন।

২. আল-কিতাবাহ (লিপিবদ্ধ করা) -আল্লাহ তাআলা সবকিছু লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন।

রাসূল ﷺ বলেন—

“আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির তাকদীর লিখে রেখেছেন।” — Sahih Muslim

৩. আল-মাশীআহ (ইচ্ছা) -আল্লাহ যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ বলেন—

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

“তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে।” — সূরা আল ইনসান ৭৬ : ৩০

৪. আল-খালক (সৃষ্টি) -সমস্ত সৃষ্টি ও তাদের কর্ম আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি।

আল্লাহ বলেন—

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

অনুবাদ—“আল্লাহ তোমাদের এবং তোমাদের কাজকে সৃষ্টি করেছেন।” —সূরা আস সসাফফা ৩৭ :৯৬

তাকদীর ও মানুষের আমল -ইসলামে তাকদীরের বিশ্বাস মানে এই নয় যে মানুষ বাধ্য। বরং আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন। মানুষ নিজ ইচ্ছায় কাজ করে, তবে সবকিছু আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যেই সংঘটিত হয়।

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমরা আমল করতে থাকো; কেননা প্রত্যেককে সে কাজের তাওফীক দেওয়া হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” — Sahih al-Bukhari

তাকদীরের প্রতি ঈমানের উপকারিতা —

১. আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা সৃষ্টি হয়

২. বিপদে ধৈর্য ধারণ সহজ হয়

৩. অহংকার দূর হয়

৪. মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়

৫. ঈমান দৃঢ় হয়

ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে সতর্কতা -তাকদীর অস্বীকার করা বা মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করা ভ্রান্ত আকীদা। আবার মানুষকে সম্পূর্ণ বাধ্য মনে করাও ভুল। আহলুস সুন্নাহর আকীদা হলো— মানুষ ইচ্ছা ও কর্মের অধিকারী, তবে সবকিছু আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

উপসংহার

তাকদীরের প্রতি ঈমান একজন মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি, ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধভাবে তাকদীরের উপর ঈমান রাখা এবং এ বিষয়ে ভ্রান্ত চিন্তা থেকে দূরে থাকা।

২. ৪ ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী

- ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়।
- ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস নয়; বরং—
- অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল— এই তিনটির সমষ্টিই ঈমান।
- তাই নেক আমল করলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ করলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

ঈমানের বৃদ্ধি -কুরআন ও হাদীসে বহু স্থানে ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে।

কুরআনের দলিল -

- "তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়।"—সূরা আল ফাতহ
- "আর যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন তা তাদের মধ্যে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করে।"—সূরা আত-তাওবা
- "যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।"—সূরা আল-আনফাল

ঈমানের হ্রাস

যখন বান্দা গুনাহে লিপ্ত হয়, ফরয আমল ত্যাগ করে, আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়— তখন তার ঈমান কমে যায়।

হাদীসের দলিল

রাসূল ﷺ বলেছেন— "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে পূর্ণ ঈমানদার অবস্থায় থাকে না।" — সহীহ বুখারী — সহীহ মুসলিম

এই হাদীস প্রমাণ করে যে গুনাহ ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

সালাফে সালেহীনের বক্তব্য

সালাফগণ বলেছেন— "ঈমান কথা ও কাজের নাম; এটি বৃদ্ধি পায় আনুগত্যের মাধ্যমে এবং কমে যায় গুনাহের মাধ্যমে।" এটি ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল সহ আহলুস সুন্নাহর ইমামদের আকিদা।

কী কী কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায়?

১. কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়া

২. সালাত কায়েম করা

৩. আল্লাহর যিকির করা

৪. নেক আমল করা

৫. সৎ মানুষের সঙ্গ

৬. দ্বীনি জ্ঞান অর্জন

৭. তাওবা ও ইস্তিগফার

কী কী কারণে ঈমান কমে যায়?

১. গুনাহ ও হারামে লিপ্ত হওয়া

২. সালাত অবহেলা করা

৩. আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া

৪. খারাপ সঙ্গ

৫. অহংকার ও রিয়া

৬. বিদআত ও ভ্রান্ত আকিদা

আহলুস সুন্নাহর আকিদা

- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস:
- ঈমান বৃদ্ধি পায়,
- ঈমান হ্রাস পায়,
- এবং মানুষের ঈমান এক স্তরের নয়।
- কারো ঈমান শক্তিশালী, কারো দুর্বল।

উপসংহার

বিশুদ্ধ আকিদা, ইবাদত ও নেক আমলের মাধ্যমে ঈমান শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে গুনাহ, অবহেলা ও ভ্রান্ত চিন্তাধারা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। তাই একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা নিজের ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

ঈমান বৃদ্ধির কারণসমূহ —

১. আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি ঈমানকে শক্তিশালী করে।

২. কুরআন তিলাওয়াত ও চিন্তা-গবেষণা —কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে অন্তরে আল্লাহভীতি ও ঈমান বৃদ্ধি পায়।

কুরআনের দলিল —

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

অনুবাদ—"আর যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।" —সূরা আনফাল: ২

৩. সৎ মানুষের সঙ্গ -নেককার ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাহচর্য ঈমানকে মজবুত করে।

৪. আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি চিন্তা -আল্লাহর সৃষ্টি ও নিয়ামত নিয়ে চিন্তা করলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস বাড়ে।

ঈমান হ্রাসের কারণসমূহ —

১. গুনাহ ও অবাধ্যতা -বারবার পাপ কাজে লিপ্ত হলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং ঈমান দুর্বল হয়।

হাদীসের ইঙ্গিত -"গুনাহ মানুষের অন্তরে কালো দাগ সৃষ্টি করে, যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। "

২. ফরজ ইবাদতে অবহেলা -সালাত ত্যাগ, কুরআন থেকে দূরে থাকা ও যিকিরে গাফিলতি ঈমান কমিয়ে দেয়।

৩. খারাপ সঙ্গ -অসৎ বন্ধু ও গুনাহপূর্ণ পরিবেশ মানুষের ঈমান নষ্ট করতে পারে।

৪. দুনিয়ার মোহে অতিরিক্ত আসক্তি -অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রীতি আখিরাতের চিন্তা দুর্বল করে দেয়।

ঈমান বৃদ্ধির আমল –

- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়
- নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত
- বেশি বেশি যিকির ও দোয়া
- নেককারদের সঙ্গ গ্রহণ
- গুনাহ থেকে তাওবা করা
- ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা

গুরুত্বপূর্ণ হাদীস -Abu Hurairah (রা.) থেকে বর্ণিত, Muhammad ﷺ বলেন—

"ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।" — Sahih Muslim

উপসংহার

ঈমান একটি স্থির বিষয় নয়; বরং এটি আমল ও অবস্থার কারণে বাড়ে ও কমে। তাই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো এমন কাজ করা যা ঈমান বৃদ্ধি করে এবং এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা যা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

২. ৫ অন্তর, মুখ ও আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম নয়; বরং—

১. অন্তরের বিশ্বাস (تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ)

২. মুখের স্বীকৃতি (إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ)

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল (عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ)

—এই তিনটির সমষ্টিই হলো ঈমান।

অতএব, অন্তর, মুখ ও আমল—তিনটির সাথেই ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

১. অন্তরের সাথে ঈমানের সম্পর্ক –

অন্তর হলো ঈমানের মূল কেন্দ্র।

মানুষ প্রথমে অন্তরে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

কুরআনের দলিল -"তারা হলো সেসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন।" — আল-কুরআন

আরও এসেছে—

"মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।" — আল-কুরআন

এ থেকে বোঝা যায়, অন্তরের বিশ্বাস ও আল্লাহভীতি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২. মুখের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

অন্তরের বিশ্বাসকে মুখের মাধ্যমে স্বীকার করা জরুরি।

যেমন— কালিমা শাহাদাত পাঠ করা, ইসলামের ঘোষণা দেওয়া ইত্যাদি।

কুরআনের দলিল -"তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।" — আল-কুরআন

হাদীসের দলিল

রাসূল ﷺ বলেছেন— "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'" — সহীহ বুখারী ,— সহীহ মুসলিম

এতে প্রমাণ হয় যে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়া অপরিহার্য।

৩. আমলের সাথে ঈমানের সম্পর্ক

আহলুস সুন্নাহর মতে নেক আমল ঈমানের অংশ।

সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, সদাচরণ—সবই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনের দলিল -মুমিন তো তারাই, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" — আল-কুরআন

হাদীসের দলিল

রাসূল ﷺ বলেছেন— "ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।" — সহীহ মুসলিম

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো একটি আমল। এটি প্রমাণ করে আমলও ঈমানের অংশ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা

- অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।
- মুখের স্বীকৃতি ছাড়া ইসলামের প্রকাশ হয় না।
- আমল ছাড়া ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।
- তাই ঈমান হলো বিশ্বাস, কথা ও কাজের সমন্বিত বাস্তবতা।

খারিজি, মুরজিয়া ও আহলুস সুন্নাহর পার্থক্য —

খারিজিদের মত,

তারা বলে, বড় গুনাহ করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়।

মুরজিয়াদের মত,

তারা বলে, আমল ঈমানের অংশ নয়; শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট।

আহলুস সুন্নাহর সঠিক মত,

আমল ঈমানের অংশ, তবে বড় গুনাহে মুসলমান কাফির হয়ে যায় না—যতক্ষণ না সে হালাল মনে করে বা কুফরিতে লিপ্ত হয়।

উপসংহার

অন্তর, মুখ ও আমল—এই তিনটির সমন্বয়ে একজন মানুষের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি এবং বাস্তব জীবনে আমলের মাধ্যমে ঈমান প্রকাশ পায়। তাই একজন মুসলমানের উচিত বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণ করা, মুখে ঈমানের ঘোষণা দেওয়া এবং নেক আমলের মাধ্যমে ঈমানকে শক্তিশালী করা।

২. ৬ বিশুদ্ধ ঈমানের বৈশিষ্ট্য

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে ঈমান হলো—

“অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।”

এটি আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের কারণে হ্রাস পায়।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেনঃ —“ঈমান হলো কথা, কাজ ও নিয়ত; এ তিনটি ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।”

নিচে বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর দলিলসহ তুলে ধরা হলো—

১. তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া -বিশুদ্ধ ঈমানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর একত্ববাদে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন -فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ

“যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে অবশ্যই এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না।” — সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৬

আরও বলেন-“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না...” — সূরা আন-নিসা: ৪৮

আহলুস সুন্নাহর আকিদা

আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে—

- আল্লাহ রবুবিয়্যাহতে এক,
- ইবাদতের হকদার একমাত্র তিনিই,
- তাঁর নাম ও গুণাবলি অতুলনীয়।

২. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে অনুসরণ করা —

বিশুদ্ধ ঈমান মানুষের মতবাদ বা প্রবৃত্তির অনুসারী নয়; বরং কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী।

আল্লাহ বলেন-يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো..." — সূরা আন-নিসা ৪ : ৫৯

রাসূল ﷺ বলেনঃ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতক্ষণ তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না— আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" — মুয়াত্তা মালিক

সালাফদের মানহাজ

সালাফে সালেহীন কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতেন এবং দ্বীনে বিদআত থেকে সতর্ক থাকতেন।

৩. ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসে বিশ্বাস

— সূরা আল-ফাতহ: ৪

আরও বলেনঃ- "আর আমরা তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেছিলাম।" — সূরা আল-কাহফ: ১৩

আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য

- নেক আমল ঈমান বৃদ্ধি করে।
- গুনাহ ঈমান দুর্বল করে।
- খারিজি ও মুরজিয়াদের ভ্রান্ত মতের বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।

৪. অন্তর, মুখ ও আমলের সমন্বয় -বিশুদ্ধ ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস নয়; বরং কথা ও আমলও ঈমানের অংশ।

রাসূল ﷺ বলেনঃ -"ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তার সর্বোচ্চ হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।" — সহীহ মুসলিম

এই হাদীস প্রমাণ করে— মুখের কথা, অন্তরের বিশ্বাস, অঙ্গের আমল— সবই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৫. আল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও আশা থাকা -বিশুদ্ধ মুমিনের অন্তরে তিনটি বিষয় একত্রিত থাকে— আল্লাহর ভয়, তাঁর রহমতের আশা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা।

আল্লাহ বলেন-وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

"মুমিনরা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালোবাসে।" — সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৬৫

আরও বলেন-وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ

"তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে।" — সূরা আল-ইসরা১৭: ৫৭

৬. শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকা

বিশুদ্ধ ঈমান বিদআত ও শিরকমুক্ত হয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ -"যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

আহলুস সুন্নাহর মূলনীতি

- দ্বীনের ভিত্তি হলো অনুসরণ, উদ্ভাবন নয়।
- প্রতিটি বিদআত গোমরাহী।

৭. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা

বিশুদ্ধ ঈমানদার ভালো-মন্দ সব তাকদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করে।

রাসূল ﷺ বলেনঃ -"তুমি তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে।" — সহীহ মুসলিম

আল্লাহ বলেনঃ -"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যে বিপদ আসে তা আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই কিতাবে লিখিত রয়েছে।" — সূরা আল-হাদীদ: ২২

৮. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস

বিশুদ্ধ ঈমান আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ বলেন-"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা সালাত কায়েম করে..." — সূরা আল-আনআম: ৯২

আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে—

- কবরের আযাব সত্য,
- মীযান, হাউয, সিরাত সত্য,
- জান্নাত ও জাহান্নাম চিরস্থায়ী।

৯. উত্তম চরিত্র ও নেক আমল সৃষ্টি করা

বিশুদ্ধ ঈমান মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করে।

রাসূল ﷺ বলেন-

"মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।" — সুনান তিরমিযী

আরও বলেন-

"লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ।" — সহীহ বুখারী

উপসংহার

বিশুদ্ধ ঈমান হলো কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের মানহাজভিত্তিক ঈমান। এই ঈমান মানুষকে শিরক ও বিদআত থেকে রক্ষা করে, নেক আমলের দিকে পরিচালিত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশুদ্ধ আকিদা অনুসরণ করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করা।

৩.১ বিশুদ্ধ আকিদা ঈমানের ভিত্তি

ইসলামে ঈমানের মূল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ আকিদা। আকিদা শুদ্ধ না হলে কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ আকিদা মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা, ইবাদত ও জীবন পরিচালনার মূল কেন্দ্র। একজন মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ, তাঁর একত্ববাদ, রাসূলগণ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, আখিরাত ও তাকদীর সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রকৃত ঈমান গড়ে ওঠে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে বিশুদ্ধ আকিদা হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক সেই বিশ্বাস, যা সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। এই আকিদাই ঈমানকে শক্তিশালী, স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

ۖ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰي لَا انْفِصَامَ لَهَا

"যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে অবশ্যই এমন এক মজবুত হাতল ধারণ করল যা কখনো ভাঙবে না।" — সূরা আল-বাকারাহ ২ : ২৫৬

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশুদ্ধ আকিদাকে "মজবুত হাতল" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শিরকমুক্ত তাওহীদভিত্তিক আকিদাই ঈমানের দৃঢ় ভিত্তি।

আরও বলেন -إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; এর নিচের যা কিছু তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" — সূরা আন-নিসা ৪: ৪৮

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আকিদার সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো শিরক। শিরক ঈমানকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানুষের সমস্ত আমল নষ্ট করে ফেলে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী ঈমান হলো—

অন্তরের বিশ্বাস,

মুখের স্বীকৃতি,

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

আর এ তিনটির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে সঠিক আকিদার উপর। তাই বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান সম্ভব নয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

"জেনে রাখ! শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; তা ঠিক থাকলে পুরো শরীর ঠিক থাকে, আর তা নষ্ট হলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখ! তা হলো অন্তর।" — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

অন্তরের এই বিশুদ্ধতাই মূলত বিশুদ্ধ আকিদার ফল। যখন অন্তরে তাওহীদ, আল্লাহভীতি, আখিরাতের বিশ্বাস ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মানুষের আমল ও চরিত্রও সুন্দর হয়ে ওঠে।

বিশুদ্ধ আকিদা একজন মুসলমানকে

- শিরক ও বিদআত থেকে রক্ষা করে,
- ইবাদতে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে,
- আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি করে,
- গুনাহ থেকে দূরে রাখে,
- ঈমানকে দৃঢ় ও জীবন্ত রাখে।

সালাফে সালেহীন সর্বপ্রথম আকিদা সংশোধনের উপর গুরুত্ব দিতেন। কারণ তারা জানতেন, আকিদা ঠিক থাকলে আমলও ঠিক হবে। এজন্য নবী ﷺ মক্কী জীবনের দীর্ঘ সময় তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াহ দিয়েছেন।

অতএব বলা যায়, বিশুদ্ধ আকিদা হলো ঈমানের মূল ভিত্তি ও ইসলামী জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। একজন মুসলমানের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে তার আকিদার বিশুদ্ধতার উপর। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে নিজের আকিদা সংশোধন ও সংরক্ষণ করা।

৩.২ তাওহীদের মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হওয়া

তাওহীদ হলো ইসলামের মূল ভিত্তি এবং ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। একজন মুসলমানের ঈমান তখনই দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হয় যখন তার অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদের সঠিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। তাওহীদ মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে শেখায় এবং শিরক, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত রাখে। তাই বিশুদ্ধ তাওহীদ ঈমানকে শক্তিশালী, স্থায়ী ও জীবন্ত করে তোলে।

তাওহীদের অর্থ হলো— আল্লাহ তাআলাকে তাঁর রবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ এবং আসমা ওয়াস-সিফাতে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

“তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ; তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।” — সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৬৩

এই আয়াত তাওহীদের মূল শিক্ষা তুলে ধরে। যখন একজন বান্দা বিশ্বাস করে যে একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, উপকার ও অপকারের মালিক, তখন তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঈমান দৃঢ় হয় এবং মানুষের অন্তর দুনিয়ার ভয় ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকে।

আল্লাহ বলেন -

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

“যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।” — সূরা আল-আনআম ৬ : ৮২

এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে শিরকমুক্ত তাওহীদ মানুষের অন্তরে নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও হিদায়াত সৃষ্টি করে। বিশুদ্ধ তাওহীদ ঈমানকে দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে এবং মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় রাখে।

রাসূল ﷺ দীর্ঘ তেইশ বছর মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াহ দিয়েছেন। কারণ তাওহীদ ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যেত।” — সূরা আল-আনআম ৬ : ৮৮

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে তাওহীদই হলো ঈমানের প্রাণ। একজন মানুষের অন্তরে তাওহীদ যত বেশি দৃঢ় হবে—

- তার ঈমান তত মজবুত হবে,
- আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পাবে,
- ইবাদতে একনিষ্ঠতা আসবে,
- গুনাহ ও শিরকের ভয় বৃদ্ধি পাবে,
- আখিরাতের প্রতি সচেতনতা তৈরি হবে।
- বিশুদ্ধ তাওহীদ মানুষকে সকল প্রকার মিথ্যা উপাসনা, তাবিজ-কবজ, কবরপূজা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। ফলে সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সকল ইবাদত তাঁর জন্য নির্ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন - قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

“আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।” — সূরা আল-আনআম ৬ : ১৬২

তাওহীদের মাধ্যমে একজন মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয় এবং আশা একত্রিত হয়। এই তিনটি বিষয় ঈমানকে দৃঢ় রাখে এবং মানুষকে বিপদ-আপদেও ধৈর্যশীল থাকতে সাহায্য করে।

সালাফে সালেহীন তাওহীদ শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তারা বিশ্বাস করতেন, তাওহীদ ঠিক থাকলে মানুষের আমল ও চরিত্রও ঠিক থাকবে। এজন্যই নবীগণের দাওয়াহর মূল বিষয় ছিল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।

অতএব বলা যায়, তাওহীদ একজন মুসলমানের ঈমানকে দৃঢ় ও বিশুদ্ধ করার প্রধান মাধ্যম। এটি মানুষকে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ করে, অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করে।

৩.৩ আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি

বিশুদ্ধ আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি (খাশিয়াহ) ও তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া। যখন একজন বান্দা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, তাঁর মহত্ব, ক্ষমতা, জ্ঞান ও সর্বদর্শিতা সম্পর্কে বিশুদ্ধ বিশ্বাস পোষণ করে, তখন তার অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর ভয়, শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য সৃষ্টি হয়। এই আল্লাহভীতিই মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং নেক আমলের দিকে পরিচালিত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।" — সূরা ফাতির ৩৫ : ২৮

এই আয়াতে বোঝা যায়, আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে প্রকৃত ভয় সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় যত বেশি জানে, তার অন্তরে তাকওয়া তত বেশি বৃদ্ধি পায়।

তাকওয়ার অর্থ হলো—

আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা

আল্লাহ বলেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভয় করা উচিত।" — সূরা আলে ইমরান ৩ : ১০২

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে এই উপলব্ধি শিক্ষা দেয় যে—

আল্লাহ সবকিছু দেখছেন,

তিনি অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন,

আখিরাতে প্রতিটি কাজের হিসাব হবে।

ফলে একজন মুমিন প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে সংযত রাখে।

রাসূল ﷺ বলেন

"তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় করো..." — সুনান তিরমিযী

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে তাকওয়া ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ ফল। ঈমান যত শক্তিশালী হবে তাকওয়াও তত বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সালাফে সালেহীন সর্বদা আকিদা সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন, কারণ বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া প্রকৃত তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়।

বিশুদ্ধ আকিদা একজন মানুষের মধ্যে—

- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা,
- তাঁর শাস্তির ভয়,
- রহমতের আশা,
- ইখলাস ও বিনয় সৃষ্টি করে।

এছাড়া তাকওয়া মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করে, সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি জীবনে শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আনয়ন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন।" — সূরা আত-তালাক ৬৫ : ২

আরও বলেন -

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুরাই সফলকাম।" — সূরা আন-নাবা: ৩১

অতএব বলা যায়, বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করে, যা ঈমানকে জীবন্ত ও শক্তিশালী রাখে। তাকওয়াই একজন মুসলমানকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে রক্ষা করে এবং আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করে।

৩.৪ ইখলাস ও আমলের বিশুদ্ধতা

ইখলাসের পরিচয় -ইখলাস (الإخلاص) শব্দের অর্থ হলো— একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো আমল করা এবং তাতে লোক দেখানো, প্রশংসা লাভ বা দুনিয়াবি স্বার্থের উদ্দেশ্য না রাখা।

অর্থাৎ, বান্দার অন্তর ও নিয়তকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে নেওয়াই ইখলাস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: -وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"আর তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর জন্য দ্বীনকে খাঁটি করে।" — সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৫

আরও বলেন: -"জেনে রাখো, একমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ দ্বীন।" — সূরা আয-যুমার: ৩

আমলের বিশুদ্ধতার মূল ভিত্তি

ইসলামে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে:

১. ইখলাস (নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া) -আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে।

২. সুন্নাহ অনুসরণ -আমল অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে।

আল্লাহ বলেন:-فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" — সূরা আল-কাহফ ১৮: ১১০

ইমাম ফুযাইল ইবনু 'ইয়াদ (রহ.) বলেন: -"আমল যদি ইখলাসপূর্ণ হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তবে তা কবুল হবে না। আর সঠিক হলেও যদি ইখলাস না থাকে, তবুও কবুল হবে না।"

ইখলাসের গুরুত্ব

১. আমল কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত

ইখলাস ছাড়া বড় বড় আমলও মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসে এসেছে:

"নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

২. ছোট আমলও বড় মর্যাদা পায়

সামান্য আমলও যদি ইখলাসের সাথে করা হয়, তবে আল্লাহর কাছে তা অনেক মূল্যবান হয়ে যায়।

৩. অন্তরকে শিরক ও রিয়া থেকে রক্ষা করে

ইখলাস মানুষকে লোক দেখানো (রিয়া), আত্মপ্রশংসা ও দুনিয়াবি স্বার্থ থেকে দূরে রাখে।

রিয়া (লোক দেখানো) ও তার ক্ষতি -

রিয়া হলো মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা। এটি ছোট শিরক হিসেবে গণ্য।

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন: -

"আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরককে।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ছোট শিরক কী?"

তিনি বললেন, "রিয়া (লোক দেখানো)।" — মুসনাদ আহমাদ

রিয়ার ক্ষতিকর প্রভাব —

- আমল নষ্ট হয়ে যায়
- অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হয়
- আল্লাহর অসন্তুষ্টি আসে
- আখিরাতে শাস্তির কারণ হতে পারে
- ইখলাস অর্জনের উপায়

১. আল্লাহর মহত্ব ও আখিরাত স্মরণ করা

যে ব্যক্তি জানে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, তার অন্তরে ইখলাস বৃদ্ধি পায়।

২. গোপনে নেক আমল করা- গোপন ইবাদত রিয়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

৩. দোয়া করা

নবী ﷺ দোয়া করতেন: -

"হে আল্লাহ! আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আশ্রয় চাই এবং না জেনে যা হয়ে যায় তার জন্য ক্ষমা চাই।"

৪. আত্মসমালোচনা করা -প্রতিটি আমলের আগে ও পরে নিয়ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ইখলাসের ফলাফল –

- আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন
- আমল কবুল হওয়া
- অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি
- বিপদে আল্লাহর সাহায্য লাভ
- আখিরাতে সফলতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন: -وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।" – সূরা আত-তালাক ৬৫ : ৩

উপসংহার

ইখলাস হলো ঈমান ও আমলের প্রাণ। বাহ্যিকভাবে বড় আমল করলেই সফলতা আসে না; বরং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ নিয়ত ও সুন্নাহসম্মত আমল। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করা, রিয়া থেকে বাঁচা এবং প্রতিটি আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

৩.৪ ইখলাস ও আমলের বিশুদ্ধ

ইসলামে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নাফস) ও উত্তম চরিত্র গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন মুমিনের বাহ্যিক আমলের পাশাপাশি তার অন্তর, চিন্তা-চেতনা ও আচরণও সুন্দর হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরকে শিরক, কপটতা ও গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানায়।

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন: -قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

"নিশ্চয়ই সে সফল হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।" – সূরা আশ-শামস **৯১: ৯**

আত্মশুদ্ধির পরিচয় -আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো— অন্তরকে কুফর, শিরক, হিংসা, অহংকার, রিয়া, লোভ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করা এবং আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া ও ইখলাস দ্বারা অন্তরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

ইসলামে আত্মশুদ্ধির মূল ভিত্তি হলো:

. তাওহীদ **.** ইখলাস **.** তাকওয়া **.** তাওবা **.** আল্লাহর স্মরণ

আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব –

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ

"যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই পবিত্রতা অর্জন করে।" — সূরা ফাতির: **১৮**

২. গুনাহ থেকে দূরে রাখে

পরিশুদ্ধ অন্তর মানুষকে হারাম ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচায়।

৩. ঈমানকে শক্তিশালী করে

আত্মশুদ্ধি মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে।

নৈতিক চরিত্র গঠনে ইসলামের গুরুত্ব

ইসলামে উত্তম চরিত্রকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।" — সহীহ আল-বুখারী

আরও বলেছেন:

"আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" — মুসনাদ আহমাদ

উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

১. সত্যবাদিতা

সত্য কথা বলা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২. ধৈর্য ও সহনশীলতা

বিপদে ধৈর্যধারণ ঈমানের পরিচায়ক।

৩. নম্রতা ও বিনয়

অহংকার পরিত্যাগ করে বিনয়ী হওয়া ইসলামের শিক্ষা।

৪. ক্ষমাশীলতা —মানুষের ভুল ক্ষমা করা মহান চরিত্রের পরিচয়।

৫. আমানতদারিতা —অন্যের হক ও দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করা।

৬. লজ্জাশীলতা —লজ্জা ঈমানের অংশ।

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন: "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" — সহীহ মুসলিম

আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় —

১. কুরআন তিলাওয়াত ও আমল

কুরআন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং সঠিক পথ দেখায়।

২. বেশি বেশি যিকির করা

আল্লাহর স্মরণ অন্তরকে প্রশান্ত করে।

আল্লাহ বলেন-: أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” — সূরা আর-রা'দ ১৩ : ২৮

৩. তাওবা ও ইস্তিগফার

গুনাহের পর আন্তরিক তাওবা আত্মাকে পবিত্র করে।

৪. সৎ মানুষের সঙ্গ গ্রহণ

নেককারদের সঙ্গ চরিত্র গঠনে সহায়ক।

৫. আত্মসমালোচনা

নিজের ভুল ও দুর্বলতা পর্যালোচনা করা আত্মশুদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

ভ্রান্ত আকিদা ও খারাপ চরিত্রের সম্পর্ক

ভ্রান্ত আকিদা মানুষের অন্তরকে কঠিন করে তোলে এবং নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। শিরক, বিদআত ও দুনিয়াপ্রীতি মানুষের আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে সমাজে মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা ও অন্যায় বৃদ্ধি পায়।

আত্মশুদ্ধির ফলাফল

- অন্তরের প্রশান্তি লাভ
- আল্লাহর সাহায্য ও রহমত অর্জন
- সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা
- আখিরাতে সফলতা লাভ

উপসংহার

আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র গঠন একজন মুসলমানের জীবনের অপরিহার্য অংশ। বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য নিয়মিত চেষ্টা করা

৩.৬ ইবাদতে একনিষ্ঠত সৃষ্টি

ভূমিকা

ইবাদতে একনিষ্ঠতা বা ইখলাস হলো একজন মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ইবাদত তখনই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে তাওহীদ, আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যার ফলে ইবাদতে আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা জন্ম নেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: —وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ—

"আর তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" — সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৫

ইবাদতে একনিষ্ঠতার অর্থ —

ইবাদতে একনিষ্ঠতা বলতে বোঝায়— সকল ইবাদত, দোয়া, তাওবা, যিকির ও নেক আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা এবং তাতে কোনো প্রকার রিয়া (লোক দেখানো), আত্মপ্রশংসা বা দুনিয়াবি স্বার্থের উদ্দেশ্য না রাখা।

ইখলাস হলো অন্তরের এমন অবস্থা, যেখানে বান্দা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই লক্ষ্য বানায়।

বিশুদ্ধ আকিদা ও একনিষ্ঠ ইবাদতের সম্পর্ক —

১. তাওহীদ ইবাদতকে বিশুদ্ধ করে

যখন মানুষ বিশ্বাস করে যে একমাত্র আল্লাহই উপাসনার যোগ্য, তখন তার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন—"তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মৃত্যু সবই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" — সূরা আল-আন'আম: ১৬২

২. আখিরাতের বিশ্বাস ইখলাস বৃদ্ধি করে

যে ব্যক্তি আখিরাতের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে, সে লোক দেখানোর জন্য আমল করে না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করে।

৩. আল্লাহর গুণাবলির সঠিক জ্ঞান

আল্লাহ সব দেখেন ও জানেন— এই বিশ্বাস বান্দাকে গোপন ও প্রকাশ্য সব আমলে আন্তরিক হতে সাহায্য করে।

ইবাদতে একনিষ্ঠতার গুরুত্ব

১. আমল কবুল হওয়ার শর্ত

ইখলাস ছাড়া কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন —"নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" — সহীহ আল-বুখারী

২. শিরক ও রিয়া থেকে রক্ষা করে

একনিষ্ঠ ইবাদত মানুষকে ছোট শিরক তথা লোক দেখানো থেকে দূরে রাখে।

৩. অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে

যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে, সে মানুষের প্রশংসা বা নিন্দাকে ভয় করে না।

একনিষ্ঠতার প্রতিবন্ধক বিষয়সমূহ

১. রিয়া (লোক দেখানো)

মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।

২. দুনিয়াবি স্বার্থ

ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়ার লাভ বা সম্মান অর্জনের ইচ্ছা।

৩. অহংকার ও আত্মপ্রশংসা

নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা ইখলাস নষ্ট করে দেয়।

৪. দুর্বল ঈমান

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে ইবাদতে আন্তরিকতা কমে যায়।

ইবাদতে একনিষ্ঠতা অর্জনের উপায়

১. নিয়ত বিশুদ্ধ করা

প্রতিটি আমলের আগে নিজেকে প্রশ্ন করা— “আমি কার জন্য এই কাজ করছি?”

২. গোপনে নেক আমল করা

গোপন ইবাদত রিয়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

৩. বেশি বেশি দোয়া করা

আল্লাহর কাছে ইখলাস ও দৃঢ় ঈমান প্রার্থনা করা।

৪. কুরআন তিলাওয়াত ও চিন্তা-গবেষণা

কুরআনের আয়াত অন্তরকে আল্লাহমুখী করে।

৫. আখিরাত স্মরণ করা

কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুভূতি ইবাদতে আন্তরিকতা বাড়ায়।

একনিষ্ঠ ইবাদতের ফলাফল

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
- আমল কবুল হওয়া
- ঈমান দৃঢ় হওয়া
- গুনাহ থেকে দূরে থাকা
- অন্তরের প্রশান্তি লাভ
- আখিরাতে সফলতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন -وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا-

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য বের হওয়ার পথ করে দেন।" — সূরা আত-তালাক ৬৫ : ২

উপসংহার

ইবাদতে একনিষ্ঠতা একজন মুসলমানের ঈমান ও আমলের প্রাণস্বরূপ। বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং তার সকল ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে তোলে। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত রিয়া ও কপটতা থেকে বেঁচে থেকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা।

৩.৭ ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টি

ভূমিকা-বিশুদ্ধ আকিদা একজন মুমিনের অন্তরে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। এই বিশ্বাসের ফলেই মানুষ বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ধৈর্য (সবর), তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টি (রিদা বিল-ক্বদা) একজন মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক গুণ, যা ঈমানকে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ করে।

ধৈর্যের পরিচয় -ধৈর্য বা সবর অর্থ হলো— আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং বিপদ-আপদে অভিযোগ না করে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: -"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"— সূরা আল-বাক্বারাহ: **১৫৩**

আরও বলেন: -"ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে।" — সূরা আয-যুমার: **১০**

তাওয়াক্কুলের পরিচয় —তাওয়াক্কুল অর্থ হলো— সকল বৈধ উপায় অবলম্বনের পর ফলাফলের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা। এটি দুর্বলতা বা কর্মহীনতা নয়; বরং চেষ্টা করার পর আল্লাহর উপর নির্ভর করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

আল্লাহ বলেন—وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" — সূরা আত-তালাক ৬৫:৩

মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন—"তোমরা যদি আল্লাহর উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের রিযিক দেন।" — সুনান আত-তিরমিযী

সন্তুষ্টি (রিদা) এর পরিচয় -রিদা অর্থ হলো— আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতি অন্তর থেকে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে কল্যাণকর মনে করা। একজন মুমিন জানে যে আল্লাহ যা করেন, তা বান্দার জন্য সর্বোত্তম।

আল্লাহ বলেন—"হতে পারে তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" — সূরা আল-বাক্বারাহ: ২১

বিশুদ্ধ আকিদা ও এসব গুণের সম্পর্ক

১. তাকদীরের প্রতি ঈমান ধৈর্য সৃষ্টি করে

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী ঘটে, সে বিপদে হতাশ হয় না।

২. তাওহীদ তাওয়াক্কুলকে শক্তিশালী করে

যখন মানুষ জানে একমাত্র আল্লাহই উপকার ও ক্ষতির মালিক, তখন সে মানুষের পরিবর্তে আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

৩. আখিরাতের বিশ্বাস সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে

মুমিন জানে দুনিয়ার কষ্ট সাময়িক, আর আখিরাতের প্রতিদান চিরস্থায়ী।

ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টির গুরুত্ব

১. ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়

এসব গুণ মুমিনের অন্তরকে দৃঢ় ও স্থির রাখে।

২. মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়

আল্লাহর উপর ভরসা মানুষকে দুশ্চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্তি দেয়।

৩. বিপদ মোকাবিলার শক্তি আসে

ধৈর্যশীল ব্যক্তি সহজে ভেঙে পড়ে না।

৪. আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়

আল্লাহ ধৈর্যশীল ও তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।

এসব গুণ অর্জনের উপায়

১. কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নবীদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

২. নিয়মিত ইবাদত করা

সালাত, যিকির ও দোয়া অন্তরকে শক্তিশালী করে।

৩. তাকদীরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

প্রতিটি ঘটনার পেছনে আল্লাহর হিকমত রয়েছে— এই বিশ্বাস রাখা।

৪. দোয়া করা

আল্লাহর কাছে ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করা।

৫. নেককারদের সঙ্গ গ্রহণ

- সৎ মানুষের সঙ্গ ঈমান ও ধৈর্য বৃদ্ধি করে।
- ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের ফলাফল
- আল্লাহর সাহায্য লাভ
- অন্তরের প্রশান্তি
- বিপদে স্থিরতা
- গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা
- আখিরাতে মহাপুরস্কার লাভ

আল্লাহ তা'আলা বলেন—إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا।

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।"

— সূরা আশ-শারহ ৯৪: ৬

উপসংহার

ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি একজন মুমিনের মহান গুণ। বিশুদ্ধ আকিদা এসব গুণের ভিত্তি তৈরি করে এবং মানুষের অন্তরকে দৃঢ় ঈমান ও প্রশান্তিতে পূর্ণ করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ধৈর্যশীল, আল্লাহভরসাকারী ও সন্তুষ্টচিত্ত বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা।

ভূমিকা

মানুষের জীবনে মানসিক প্রশান্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। দুশ্চিন্তা, ভয়, হতাশা ও অস্থিরতায় ভরা এই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি কেবল আল্লাহর স্মরণ ও বিশুদ্ধ আকিদার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যখন একজন মানুষ তাওহীদ, তাকদীর, আখিরাত ও আল্লাহর রহমতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তার অন্তরে প্রশান্তি, স্থিরতা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়।

বিশুদ্ধ আকিদার পরিচয়

বিশুদ্ধ আকিদা হলো— কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূলগণ, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শিরক, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকা।

এই বিশুদ্ধ ঈমান মানুষের অন্তরকে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে।

মানসিক প্রশান্তির ধারণা

মানসিক প্রশান্তি বলতে বোঝায়— অন্তরের শান্তি, দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন, নিরাপত্তাবোধ এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

ইসলামে প্রকৃত প্রশান্তি ধন-সম্পদ বা দুনিয়াবি ভোগে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ ও ঈমানের মধ্যে নিহিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" — সূরা আর-রা'দ **১৩** : ২৮

বিশুদ্ধ আকিদা কীভাবে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

১. তাওহীদ ভয় ও অস্থিরতা দূর করে

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহই উপকার ও ক্ষতির মালিক, সে মানুষ বা দুনিয়ার শক্তিকে ভয় পায় না।

আল্লাহ বলেন—"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" — সূরা আয-যুমার: ৩৬

২. তাকদীরের প্রতি ঈমান হতাশা দূর করে

মুমিন বিশ্বাস করে সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী ঘটে। তাই সে বিপদে অতিরিক্ত ভেঙে পড়ে না।

আল্লাহ বলেন— مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর যে বিপদ আসে, তা আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।" — সূরা আল-হাদীদ: ২২

৩. আখিরাতের বিশ্বাস দুনিয়ার কষ্ট সহজ করে

যে ব্যক্তি আখিরাতের স্থায়ী জীবনে বিশ্বাস রাখে, সে দুনিয়ার সাময়িক কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতে পারে।

৪. আল্লাহর রহমতের আশা হতাশা দূর করে

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে দেয় না।

আল্লাহ বলেন—لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

“তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।” — সূরা আয-যুমার ৩৯ : ৫৩

ইবাদত ও যিকিরের মাধ্যমে প্রশান্তি —

১. সালাত

সালাত বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং মানসিক অস্থিরতা কমায়।অন্তরের শান্তি আনে।

২. যিকির ও দোয়া

যিকির অন্তরকে জীবন্ত রাখে এবং ভয়-দুশ্চিন্তা দূর করে।

৩. কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন মানুষের অন্তরের জন্য শিফা ও রহমত।

আল্লাহ বলেন—وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত।” — সূরা আল-ইসরা১৭: ৮২

ভ্রান্ত আকিদা ও মানসিক অশান্তি

ভ্রান্ত আকিদা মানুষকে কুসংস্কার, অমূলক ভয় ও শয়তানের ধোঁকায় নিমজ্জিত করে। আল্লাহর উপর ভরসার পরিবর্তে মানুষ বিভিন্ন কল্পিত শক্তির উপর নির্ভর করতে শুরু করে, ফলে অন্তরে অস্থিরতা ও ভয় বৃদ্ধি পায়।

শিরক ও গুনাহ মানুষের অন্তরকে সংকুচিত ও অশান্ত করে তোলে।

বিশুদ্ধ আকিদার ইতিবাচক ফলাফল

- অন্তরের প্রশান্তি লাভ
- ভয় ও হতাশা দূর হওয়া
- ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পাওয়া
- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি
- জীবনে স্থিরতা ও আত্মবিশ্বাস আসা
- আখিরাতের সফলতার আশা বৃদ্ধি

উপসংহার

বিশুদ্ধ আকিদা একজন মানুষের মানসিক প্রশান্তির সবচেয়ে বড় উৎস। তাওহীদ, তাকদীর ও আখিরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস মানুষের অন্তরকে দৃঢ়, শান্ত ও আল্লাহমুখী করে তোলে। তাই দুনিয়ার অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে হলে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণ এবং আল্লাহর স্মরণে জীবন পরিচালনা

।। চতুর্থ অধ্যায় ।। তাওহীদের ভূমিকা ঈমান গঠনে

৪.১ তাওহীদের পরিচয়

"তাওহীদ" শব্দটি আরবি "وَحَّدَ" ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ একক করা বা একত্ববাদে বিশ্বাস করা। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ হলো— আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তাঁর রবুবিয়্যাহ, ইবাদত এবং নাম ও গুণাবলিতে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মে একক; তাঁর কোনো শরীক নেই। তাওহীদই ইসলামের মূল ভিত্তি এবং সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

অনুবাদ: "আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ; তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি পরম দয়াময়, অতি দয়ালু।" — সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৬৩

আরও বলেন:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

অনুবাদ: "আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, 'আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।'" — সূরা আল-আম্বিয়া ২১ : ২৫

রাসূল ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" — সহীহ মুসলিম।

৪.২ তাওহীদের প্রকারভেদ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

১ .তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হলো— আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা ও বিশ্বজগতের পরিচালনাকারী— এ বিশ্বাস করা।

আল্লাহ বলেন—

أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ

"জেনে রাখ! সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই।"

— সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৫৪

আরও বলেন— ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

অনবাদ: "আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রিযিক দান করেন।" — সূরা আর-রূম ৩০: ৪০

মুশরিকরাও আল্লাহর রবুবিয়্যাহ স্বীকার করত; কিন্তু তারা ইবাদতে শিরক করত। তাই কেবল রবুবিয়্যাহ স্বীকার করলেই মুসলিম হওয়া যায় না।

২ .তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ হলো— সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা। সালাত, সিয়াম, দো'আ, ভয়, আশা, কুরবানি, মান্নত— সবই কেবল আল্লাহর জন্য হতে হবে।

আল্লাহ বলেন— وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

অনুবাদ—"আর তারা কেবল এ নির্দেশই পেয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।" — সূরা আল-বাইয়্যিনাহ ৯৮ : ৫

আরও বলেন— قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

অনুবাদ—"তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য।" — সূরা আল-আন'আম ৬ : ১৬২

রাসূল ﷺ মক্কায় দীর্ঘ ১৩ বছর মানুষকে প্রধানত এই তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন।

৩ .তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত হলো— কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর যেসব নাম ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে বিকৃতি, অস্বীকার, সাদৃশ্য দান ও ধরন নির্ধারণ ছাড়াই বিশ্বাস করা।

আল্লাহ বলেন— **لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ**

অনুবাদ—"তাঁর সদৃশ কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

— সূরা আশ-শূরা ৪২ : ১১

আরও বলেন— **وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ**

অনুবাদ —"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ; সুতরাং তোমরা তাঁকে সে নামেই ডাকো।" — সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৮০

ইমাম মালিক (রহ.) আল্লাহর আরশে সমুন্নত হওয়ার আয়াত সম্পর্কে বলেন:

"ইস্তিওয়া জানা বিষয়, কিন্তু এর ধরন অজ্ঞাত; এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত।"

৪.৩ তাওহীদের গুরুত্ব:

তাওহীদের গুরুত্ব (একত্ববাদ) ইসলামের মূল ভিত্তি। "তাওহীদ" অর্থ—আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই; তিনিই একমাত্র উপাস্য, সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক।

তাওহীদের গুরুত্ব সংক্ষেপে

১. ইসলামের মূল ভিত্তি -

তাওহীদ ছাড়া ইসলাম পূর্ণ হয় না। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) — এই সাক্ষ্যই ইসলামের প্রথম স্তম্ভ।

২. সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য

নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত—সব ইবাদতই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। তাওহীদ ছাড়া ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. শিরকের বিপরীত

তাওহীদ মানে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। শিরক (অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করা) সবচেয়ে বড় গুনাহ।

৪. মানব জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে

তাওহীদ মানুষকে শেখায়—সে কেন সৃষ্টি হয়েছে: শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

৫. পরকালের মুক্তির চাবিকাঠি

যারা তাওহীদে বিশ্বাসী এবং তা অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তাওহীদের তিনটি প্রধান বিভাগ—

1. **তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ** → আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।
2. **তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ** → একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে।
3. **তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত** → আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাঁর কোনো তুলনা নেই।

উপসংহার

তাওহীদ মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, অন্তরে শান্তি আনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ খুলে দেয়। তাই একজন মুসলিমের জন্য তাওহীদ জানা, বোঝা এবং মানা অত্যন্ত জরুরি।

৪.৪ তাওহীদের প্রভাব ব্যক্তিজীবনে

তাওহীদ ব্যক্তির চরিত্র, আমল ও আত্মিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি

যে ব্যক্তি জানে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, সে গোপনে ও প্রকাশ্যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

২. ইখলাস সৃষ্টি

তাওহীদ মানুষকে লোক দেখানো আমল থেকে দূরে রাখে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করতে শেখায়।

আল্লাহ বলেন: أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُۚ وَٱلَّذِينَ

“জেনে রাখ! একনিষ্ঠ ইবাদত আল্লাহরই প্রাপ্য।” — সূরা আয-যুমার ৩৯ : ৩

৩. তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য বৃদ্ধি

মুমিন বিশ্বাস করে সবকিছু আল্লাহর হাতে; ফলে সে বিপদে ধৈর্যশীল হয়।

আল্লাহ বলেন: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

“আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।” — সূরা আত-তালাক ৬৫: ৩

৪. মানসিক প্রশান্তি অর্জন

তাওহীদ অন্তরে শান্তি ও স্থিরতা এনে দেয়।

আল্লাহ বলেন: أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

“জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” — সূরা আর-রা'দ **১৩**: ২৮

৪.৫ তাওহীদের প্রভাব সমাজজীবনে

তাওহীদ শুধু ব্যক্তিকে নয়, সমাজকেও সুন্দর ও শান্তিময় করে তোলে।

১. ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা

সব মুসলিম এক আল্লাহর বান্দা— এই বিশ্বাস সমাজে ঐক্য সৃষ্টি করে।

২. জুলুম ও অন্যায় কমে যায়

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে মানুষের হক নষ্ট করে না।

৩. নৈতিকতা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা

তাওহীদ মানুষকে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেয়।

৪. কুসংস্কার ও শিরক দূর হয়

তাওহীদ মানুষকে কবরপূজা, তাবিজ, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শিরকি কাজ থেকে মুক্ত রাখে।

৪.৬ শিরকের ভয়াবহতা

শিরক হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ।

আল্লাহ বলেন—“নিশ্চয়ই শিরক মহা জুলুম।” — সূরা লুকমান: **১৩**

আরও বলেন—مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার আবাস জাহান্নাম।” — সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৭২

রাসূল ﷺ বলেন—

“সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা।” — সহীহ বুখারী

শিরক মানুষের ঈমান ধ্বংস করে দেয় এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী ধ্বংসের কারণ হয়।

৪.৭ শিরক ঈমান ধ্বংসের কারণ

শিরক তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাওহীদ যেমন ঈমানের ভিত্তি, শিরক তেমনি ঈমান বিনষ্টের প্রধান কারণ।

আল্লাহ বলেন—“যদি তুমি শিরক কর, তবে অবশ্যই তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।” — সূরা আয-যুমার: ৬৫

শিরকের কারণে—

- আমল কবুল হয় না।
- অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
- আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।
- আখিরাতে জাহান্নাম অবধারিত হয়, যদি তাওবা ছাড়া মৃত্যু হয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো— ছোট বা বড় সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকা ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ তাওহীদ অর্জন করা এবং সকল প্রকার শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

।। পঞ্চম অধ্যায় ।। ভ্রান্ত আকিদা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব

৫.১ ভ্রান্ত আকিদার সংজ্ঞা

আকিদার পরিচয়

“আকিদা” শব্দের অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় আকিদা বলতে সেই বিশ্বাসকে বুঝায় যা একজন মুসলমান কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে অন্তরে ধারণ করে।

ভ্রান্ত আকিদার সংজ্ঞা

ভ্রান্ত আকিদা হলো—কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের মানহাজ বিরোধী বিশ্বাস ও ধারণা, যা মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে বিশুদ্ধ আকিদার উৎস হলো:

- আল-কুরআন
- সহীহ সুন্নাহ
- সাহাবায়ে কিরামের বুঝ

আল্লাহ বলেন:

فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟

“তারা যদি তোমাদের মতো ঈমান আনে, তবে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।”

— সূরা আল-বাকারা ২ : ১৩৭

রাসূল ﷺ বলেন— “আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে; একদল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে।”

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন: “সেই দল কারা?”

তিনি বললেন:

“যারা আমার ও আমার সাহাবীদের পথে থাকবে।”

— সুনান আত-তিরমিযী

৫.২ ভ্রান্ত আকিদার কারণসমূহ

ভ্রান্ত আকিদা হঠাৎ সৃষ্টি হয় না; বরং বিভিন্ন কারণে মানুষ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়।

১. কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া

আল্লাহ বলেন:

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ

"এটাই আমার সরল পথ; সুতরাং তোমরা এ পথ অনুসরণ কর।"

— সূরা আল-আন'আম ৬ : ১৫৩

২. অজ্ঞতা ও দ্বীনি শিক্ষার অভাব

রাসূল ﷺ বলেন: -"আল্লাহ যাকে কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।" — সহীহ বুখারী

৩. অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ)

আল্লাহ বলেন: نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ

"আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যেভাবে পেয়েছি, সেভাবেই চলব।" — সূরা লুকমান ৩১: ২১

৪. শয়তানের কুমন্ত্রণা

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তোমরা তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর।"

— সূরা ফাতির: ৬

৫. বিদআতি ও পথভ্রষ্ট লোকদের অনুসরণ

রাসূল ﷺ বলেন-"তোমরা দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বেঁচে থাকো; কারণ প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।" — সুনান আবু দাউদ

৫.৩ সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদা

বর্তমান সমাজে বহু ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে, যা তাওহীদ ও বিশুদ্ধ ঈমানের পরিপন্থী।

উদাহরণসমূহ —

- মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া
- পীর-আউলিয়ার নামে মানত করা
- তাবিজ-কবচে বিশ্বাস
- জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস
- কবরে সিজদা করা
- আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কুরবানি

এসব কার্যক্রম শিরক বা শিরকের মাধ্যম।

আল্লাহ বলেন وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا-

অনুবাদ-“নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য; সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।” — সূরা আল-জিন: ১৮

৫.৪ বিদআত ও কুসংস্কার

বিদআতের সংজ্ঞা -দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন বিষয় সংযোজন করা, যার কোনো ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে নেই—তাকে বিদআত বলে।

রাসূল ﷺ বলেন-“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

আরও বলেন-“প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।” — সহীহ মুসলিম

সমাজে প্রচলিত কিছু বিদআত -

- নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ ইবাদত উদ্ভাবন
- মৃতের নামে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান
- শরীয়তবহির্ভূত মিলাদ ও রসম-রেওয়াজ
- কুসংস্কারমূলক আচার অনুষ্ঠান

কুসংস্কার -যে বিশ্বাসের শরীয়তসম্মত বা বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই তাকে কুসংস্কার বলে। যেমন—

- পেঁচার ডাক অশুভ মনে করা
- তাবিজকে বিপদমুক্তির মাধ্যম ভাবা
- নির্দিষ্ট সংখ্যা বা দিনকে অশুভ মনে করা

রাসূল ﷺ বলেন: -“তাবিজ ব্যবহার করা শিরক।” — মুসনাদ আহমাদ

৫.৫ কবরপূজা ও শিরকী কার্যক্রম

কবরপূজা ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ শিরকী কাজ।

কবরপূজার রূপসমূহ—

- কবরে সিজদা করা
- মৃত ব্যক্তির কাছে দু‘আ করা
- কবরকে বরকতের উৎস মনে করা
- কবরকে কেন্দ্র করে মানত ও কুরবানি করা

কুরআনের দলিল

আল্লাহ বলেন—" وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ "

অনুবাদ-"আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডাকো না, যে তোমার উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না।"

— সূরা ইউনুস: ১০৬

হাদীসের দলিল

রাসূল ﷺ বলেন:

"আল্লাহ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর লানত করুন; তারা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানিয়েছে।"

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

আরও বলেন-

"তোমরা কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করো না।" — মুসনাদ আহমাদ

আহলুস সুন্নাহর অবস্থান

কবর জিয়ারত সুন্নাহ—আখিরাত স্মরণের জন্য; কিন্তু কবরকে ইবাদতের স্থান বানানো হারাম ও শিরকের মাধ্যম।

৫.৬ নাস্তিকতা ও সেকুলারিজম

নাস্তিকতা -নাস্তিকতা হলো আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করা।

আল্লাহ বলেন-أَفِى ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

অনুবাদ-"আল্লাহ সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ আছে, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা?" — সূরা ইবরাহীম: ১০

সেকুলারিজম -সেকুলারিজম হলো জীবনব্যবস্থা থেকে দ্বীনকে পৃথক করা এবং মানব রচিত মতবাদকে শরীয়তের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

আল্লাহ বলেন-وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

অনুবাদ-"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" — সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪

ভ্রান্ত আকিদার প্রভাব -

- আল্লাহভীতি কমে যায়
- দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টি হয়
- নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়
- হারামকে হালাল মনে করার প্রবণতা জন্মায়

৫.৭ ভ্রান্ত আকিদার কারণে ঈমান দুর্বল হওয়া

ভ্রান্ত আকিদা মানুষের অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় এবং ঈমান দুর্বল করে।

আল্লাহ বলেন-فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ

অনুবাদ-"সত্যের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী আছে?" — সূরা ইউনুস: ৩২

ভ্রান্ত আকীদার প্রভাব -

- ইবাদতে অনীহা
- গুনাহে আসক্তি
- আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কমে যাওয়া
- অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি
- সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া
- হারাম কাজের বিস্তার
- সামাজিক
- শান্তি বিনষ্ট হওয়া

৫.৮ পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়

ভ্রান্ত আকিদা শুধু ব্যক্তিকে নয়, পুরো সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হওয়া

আল্লাহ বলেন — ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

অনুবাদ-"মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থল ও জলভাগে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।" — সূরা আর-রূম: ৪১

৫.৯ আখিরাতে ভ্রান্ত আকিদার পরিণতি

ভ্রান্ত আকিদার সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হলো আখিরাতের শাস্তি।

শিরকের পরিণতি

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না।"

— সূরা আন-নিসা: ৪৮

আরও বলেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।"

— সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২

বিদআতের পরিণতি

বিদআত মানুষকে সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আমল কবুল না হওয়ার কারণ হয়।

রাসূল ﷺ বলেন-

> "প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণতি জাহান্নাম।" — সুনান আন-নাসাঈ

উপসংহার

ভ্রান্ত আকিদা একজন মুসলমানের ঈমান, আমল, পরিবার ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজ হলো কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের বুঝ অনুযায়ী আকিদা গ্রহণ করা। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত ভ্রান্ত আকিদা, বিদআত ও শিরক থেকে বেঁচে থেকে বিশুদ্ধ তাওহীদ ও সুন্নাহর উপর অটল থাকা।

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।। আধুনিক যুগে আকিদা রক্ষার চ্যালেঞ্জ

৬.১ আধুনিক চিন্তাধারা ও আকিদাগত সংকট

বর্তমান যুগে নাস্তিকতা, সেক্যুলারিজম, উদারবাদ, বস্তুবাদ ও মানবতাবাদী দর্শনের ব্যাপক প্রসারের ফলে মুসলিম সমাজে আকিদাগত সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনেক মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর পরিবর্তে মানুষের মতামত ও প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো—মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই হিদায়াতের একমাত্র উৎস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: -فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ কর, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।"

— সূরা আন-নিসা ৪: ৫৯

আরও বলেন-اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِیَّۃِ یَبۡغُوۡنَ ؕ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰہِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ یُّوۡقِنُوۡنَ-

অনুবাদ-"তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে?" — সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৫০

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: -

"এই উম্মতের শেষাংশ কখনো সংশোধিত হবে না, যতক্ষণ না প্রথমাংশ যে বিষয়ের মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল তা গ্রহণ করবে।"

অতএব আধুনিক ভ্রান্ত চিন্তাধারা থেকে বাঁচতে হলে সালাফে সালেহীনের মানহাজ আঁকড়ে ধরতে হবে।

৬.২ সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব

সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে মানুষের চিন্তা-চেতনা গঠনে বড় ভূমিকা পালন করছে। তবে এর মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য, অশ্লীলতা ও দ্বীনবিরোধী কনটেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক মুসলিম যাচাই ছাড়া এসব গ্রহণ করে আকিদাগত বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوْۤا

"হে মুমিনগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করো।" — সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

“মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বলে বেড়ায়।” — সহীহ মুসলিম

সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে দ্বীনের নামে বিদআত, শিরক বা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করে। তাই আহলুস সুন্নাহর আলেমদের থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন —

“নিশ্চয়ই এই ইলম হলো দ্বীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ।”

৬.৩ বিভ্রান্তিকর দাওয়াহ ও বক্তৃতা

বর্তমানে এমন কিছু বক্তা ও দাঈ দেখা যায় যারা কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার পরিবর্তে আবেগ, দর্শন বা ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে বক্তব্য দেয়। কেউ বিদআতকে সুন্নাহ হিসেবে উপস্থাপন করে, কেউ আবার তাওহীদের গুরুত্বকে খাটো করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।”

— সূরা আল-বাকারা ২ : ৪২

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।” — সহীহ বুখারী ও মুসলিম

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূলনীতি হলো—দ্বীনের প্রতিটি বিষয় কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী গ্রহণ করা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন-“তোমরা অনুসরণ করো, নতুন কিছু উদ্ভাবন করো না; কারণ তোমাদের জন্য যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।”

৬.৪ ইসলামবিরোধী প্রচারণা

বর্তমানে বিভিন্ন মিডিয়া, চলচ্চিত্র, বই ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ইসলামকে সন্ত্রাস, পশ্চাৎপদতা বা নারীর অধিকারবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে দুর্বল ঈমানের মানুষ সন্দেহে পতিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْۗ-

“ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ কর।” — সূরা আল-বাকারা ২ : ১২০

আরও বলেন: يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ-

“তারা আল্লাহর নূরকে তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণ করবেন।” — সূরা আস-সফ ৬১ : ৮

মুসলিমদের উচিত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সন্দেহের মোকাবিলা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে করা।

৬.৫ যুবসমাজের ঈমানী দুর্বলতা

বর্তমান যুবসমাজের অনেকেই দ্বীনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকায় ঈমানী দুর্বলতায় আক্রান্ত হচ্ছে। নামায, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহভীতি ও আখিরাতের চিন্তা কমে যাচ্ছে। ফলে গুনাহ, হারাম সম্পর্ক ও নাস্তিক চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

“সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন... তাদের মধ্যে এমন যুবকও থাকবে যে আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে।” — সহীহ বুখারী ও মুসলিম

আল্লাহ বলেন-قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ۝ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ-

“নিশচয়ই মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী।” — সূরা আল-মুমিনুন: ১–২

যুবসমাজকে ঈমানীভাবে শক্তিশালী করতে পরিবার, সমাজ ও আলেমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬.৬ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের ফলে মুসলিম সমাজে লজ্জাশীলতা, ইসলামী মূল্যবোধ ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনধারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পোশাক, আচার-আচরণ, উৎসব ও চিন্তাধারায় অমুসলিমদের অনুসরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

"যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" — সুনানে আবু দাউদ

আল্লাহ তাআলা বলেন-وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"তোমরা তাদের অনুসরণ করো না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে।" — সূরা ইউনুস ১০: ৮৯

আহলুস সুন্নাহর আকিদা হলো—মুসলিমদের স্বতন্ত্র ইসলামী পরিচয় বজায় রাখা এবং কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

৬.৭ আকিদা সংরক্ষণে করণীয়

আধুনিক ফিতনা ও বিভ্রান্তি থেকে আকিদা সংরক্ষণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো:

১. বিশুদ্ধ ইলম অর্জন

কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের আকিদা অধ্যয়ন করতে হবে।

আল্লাহ বলেন: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ

"জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।"

— সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯

২. আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ

বিশুদ্ধ আকিদাসম্পন্ন আলেমদের থেকে দ্বীন শিখতে হবে।

৩. নিয়মিত ইবাদত করা

সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দুআ ঈমান বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"মুমিন তো তারাই, যাদের কাছে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।" — সূরা আল-আনফাল ৮ : ২

৪. খারাপ সঙ্গ ও বিভ্রান্তিকর মাধ্যম থেকে দূরে থাকা

ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও গুনাহপূর্ণ পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

"মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে।" — সুনানে তিরমিযী

৫. সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা

পরিবার থেকেই বিশুদ্ধ আকিদার শিক্ষা শুরু করতে হবে।

৬. দুআ ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

হিদায়াত ও ঈমানের দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে এই দুআ করতেন: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ.

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।" — সুনানে তিরমিযী

উপসংহার

আধুনিক যুগে মুসলিমদের আকিদা নানা দিক থেকে আক্রমণের সম্মুখীন। নাস্তিকতা, বিভ্রান্তিকর দাওয়াহ, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ঈমানকে দুর্বল করছে। তবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা, সালাফে সালেহীনের মানহাজ অনুসরণ করা এবং বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন মুসলিম তার আকিদা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

।। সপ্তম অধ্যায় ।।   ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদা চর্চার ব্যবহারিক উপায়

একজন মুসলমানের ঈমান দৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখতে হলে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং বাস্তব জীবনে বিশুদ্ধ আকিদার চর্চা অপরিহার্য। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের মানহাজ অনুসরণের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো— ঈমান কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সমষ্টি; তা বৃদ্ধি পায় আনুগত্যে এবং হ্রাস পায় গুনাহে।

৭.১ কুরআন অধ্যয়ন ও তাদাব্বুর

কুরআন হলো হিদায়াত, ঈমান ও অন্তরের প্রশান্তির উৎস। কেবল তিলাওয়াত নয়; বরং অর্থ বুঝে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা (তাদাব্বুর) করা ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

“এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে। “ — সূরা সোয়াদ ৩৮: ২৯

আরও বলেন— “তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে না?” — সূরা মুহাম্মাদ: ২৪

কুরআন মানুষের অন্তরকে জীবিত করে এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে।

আল্লাহ বলেন—

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

অনুবাদ-“মুমিন তো তারাই, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, আর যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।” — সূরা আল-আনফাল ৮ : ২

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন-

“কুরআনের মতো অন্তরকে জীবিত করার আর কোনো জিনিস নেই।”

অতএব, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ অধ্যয়ন ও তাদাব্বুর করা ঈমান বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

৭.২ সহীহ হাদীস অধ্যয়ন

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামের দ্বিতীয় উৎস। সহীহ হাদীস অধ্যয়ন ছাড়া বিশুদ্ধ আকিদা ও আমল অর্জন সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا।

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা বর্জন কর।" — সূরা আল-হাশর ৫৯ : ৭

আরও বলেন— "যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" — সূরা আন-নিসা: ৮০

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরবে পথভ্রষ্ট হবে না— আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" — মুয়াত্তা মালিক

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মূলনীতি হলো সহীহ হাদীসকে আকিদা ও আমলের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

৭.৩ সালাফদের আকিদা অনুসরণ

সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের পথই হলো সালাফে সালেহীনের মানহাজ। তারাই কুরআন ও সুন্নাহ সবচেয়ে বিশুদ্ধভাবে বুঝেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন— وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

"মুহাজির ও আনসারদের অগ্রবর্তী প্রথম ব্যক্তিগণ এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"— সূরা আত-তাওবা ৯: ১০০

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— "সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।" — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

ইমাম আওযাঈ (রহ.) বলেন-"সালাফদের পথে অবিচল থাকো, যদিও মানুষ তোমাকে ত্যাগ করে।"

সুতরাং আকিদায় নতুন মতবাদ ও বিদআত বর্জন করে সালাফদের আকিদা অনুসরণ করা জরুরি।

৭.৪ আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ

বিশুদ্ধ আকিদাসম্পন্ন আলেমদের সাহচর্য ঈমানকে মজবুত করে এবং বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন— فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" — সূরা আন-নাহল ১৬: ৪৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— "আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস।" — সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৩৬৪১

সৎ আলেমদের মজলিসে বসা, তাদের দারস শোনা ও তাদের আদর্শ অনুসরণ করা ঈমান বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

৭.৫ নিয়মিত ইবাদত ও যিকির

ইবাদত মানুষের অন্তরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখে। সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত ও যিকির ঈমানকে জীবিত রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন— إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

— সূরা আল-আনকাবূত ২৯: ৪৫

আরও বলেন— أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" — সূরা আর-রা'দ১৩: ২৮

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— "যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে আর যে স্মরণ করে না— তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

— সহীহ বুখারী

তাই নিয়মিত ফরজ ও নফল ইবাদত ঈমান শক্তিশালী করে।

৭.৬ দোয়া ও আত্মসমালোচনা

মানুষের অন্তর আল্লাহর হাতে। তাই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা জরুরি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করতেন— "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।" — সুনান তিরমিযী, হাদীস: ২১৪০

আত্মসমালোচনা (মুহাসাবাহ) মানুষের ভুল সংশোধনে সহায়তা করে।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন-"তোমরা নিজেদের হিসাব নাও, তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে।"

প্রতিদিন নিজের আমল ও ঈমান যাচাই করা তাকওয়া বৃদ্ধির মাধ্যম।

৭.৭ ইসলামী পরিবেশ গঠন

সৎ পরিবেশ ঈমান রক্ষার অন্যতম উপায়। ভালো বন্ধু ও ইসলামী সমাজ মানুষকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে।" — সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩

আরও বলেন— "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ সুগন্ধি বিক্রেতা ও কামারের মতো।" — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

তাই মসজিদমুখী পরিবেশ, দ্বীনি মজলিস ও নেককার বন্ধু নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৮ পরিবারে বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষা

পরিবার হলো সন্তানের প্রথম মাদরাসা। পরিবারে তাওহীদ, সালাত ও ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" — সূরা আত-তাহরীম৬৬: ৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

পরিবারে কুরআন শিক্ষা, জামাআতে সালাত ও ইসলামী আদব চর্চা করলে সন্তানদের ঈমান দৃঢ় হয়।

৭.৯ শিশু ও তরুণদের ঈমানী তরবিয়ত

শিশু ও তরুণদের ছোটবেলা থেকেই ঈমান, তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা দিতে হবে।

রাসূলullah ﷺ বলেন— "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।" — সুনান আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯৫

লুকমান (আ.) তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন— "হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয়ই শিরক মহা জুলুম।" — সূরা লুকমান: ১৩

শিশুদের ঈমানী তরবিয়তের উপায়:

- কুরআন শিক্ষা দেওয়া
- নবীদের কাহিনি শোনানো
- সালাতের অভ্যাস গড়ে তোলা

- ইসলামী চরিত্র শিক্ষা দেওয়া
- খারাপ সঙ্গ ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা

এভাবে শিশুদের মাঝে বিশুদ্ধ আকিদা গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে তারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে পারবে।

উপসংহার

ঈমান দৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখতে হলে একজন মুসলমানকে কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন, সালাফদের মানহাজ অনুসরণ, ইবাদত, যিকির, দোয়া এবং ইসলামী পরিবেশ গঠনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবার ও সমাজে বিশুদ্ধ আকিদা চর্চা প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই একজন মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে।

।। অষ্টম অধ্যায়।।   বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনের মূল উৎস

ভূমিকা

ইসলামে আকিদা হলো দ্বীনের ভিত্তি। একজন মুসলমানের ঈমান, আমল ও আখিরাতের সফলতা বিশুদ্ধ আকিদার উপর নির্ভরশীল। তাই আকিদা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও শরঈ উৎস অনুসরণ করা অপরিহার্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে বিশুদ্ধ আকিদার মূল উৎস হলো—আল-কুরআন, সহীহ সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের বুঝ ও সালাফে সালেহীনের মানহাজ। এছাড়া ইজমা ও কিয়াসেরও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গুরুত্ব রয়েছে, তবে আকিদার মৌলিক বিষয়ে এগুলোর সীমাবদ্ধতা আছে।

৮.১ কুরআনের ভূমিকা

আল-কুরআন হলো ইসলামী আকিদার প্রথম ও প্রধান উৎস। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, তাকদীর, ফেরেশতা ও গায়েবী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশুদ্ধ আকিদা কেবল কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

কুরআনের মাধ্যমে আকিদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।" — সূরা মুহাম্মাদ: ১৯

এই আয়াতে সর্বপ্রথম তাওহীদের জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আকিদা শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো কুরআন।

আল্লাহ আরো বলেন—

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

"নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল ও সঠিক।" — সূরা আল-ইসরা: ৯

কুরআনের বৈশিষ্ট্য আকিদার ক্ষেত্রে

১. কুরআন নির্ভুল ও বিকৃতিমুক্ত।

২. এতে তাওহীদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে।

৩. শিরক ও কুফরের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৪. গায়েবী বিষয়ের সঠিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

৫. মানুষের বুদ্ধিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা হয়েছে।

আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি

আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করে যে, আকিদার ক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যকে কোনো যুক্তি, দর্শন বা ব্যক্তিগত মতামতের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন—

"এই উম্মাহর শেষ অংশ কখনো সংশোধিত হবে না, যতক্ষণ না প্রথম অংশ যে পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছিল সেই পদ্ধতি গ্রহণ করবে।"

৮.২ সুন্নাহর ভূমিকা

সুন্নাহ হলো ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস এবং আকিদা ব্যাখ্যার অন্যতম মাধ্যম। রাসূল ﷺ কুরআনের ব্যাখ্যা, বাস্তব প্রয়োগ ও আকিদার বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" — সূরা আল-হাশর: ৭

আরও বলেন— مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" — সূরা আন-নিসা: ৮০

আকিদায় সুন্নাহর গুরুত্ব

১. সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

২. আকিদার অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করে।

৩. বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করে।

৪. সাহাবীদের বাস্তব আমল ও ঈমানের নমুনা তুলে ধরে।

রাসূল ﷺ বলেছেন— "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" — মুয়াত্তা ইমাম মালিক

আহলুস সুন্নাহর অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ সহীহ হাদীসকে আকিদার ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে পরস্পর সম্পূরক মনে করে।

৮.৩ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর আকিদা

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন এই উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের আকিদা হলো বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

"তারা যদি তোমাদের মতো ঈমান আনে, তবে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।" — সূরা আল-বাকারা: **১৩৭**

আরও বলেন—' — সূরা আত-তাওবা: **১০০**

সাহাবীদের আকিদার বৈশিষ্ট্য

১. কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য।

২. বিদআত থেকে দূরে থাকা।

৩. অতিরঞ্জন ও গোঁড়ামি পরিহার।

৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে বিকৃতি ছাড়া গ্রহণ করা।

৫. তাকদীর, আখিরাত ও গায়েবী বিষয়ের প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস।

আহলুস সুন্নাহর নীতি

আহলুস সুন্নাহ মনে করে যে, সাহাবীদের বুঝ ও ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআন-সুন্নাহ সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এজন্য সালাফদের অনুসরণকে অপরিহার্য ধরা হয়।

৮.৪ সালাফে সালেহীনদের মানহাজ

"সালাফে সালেহীন" বলতে সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের বুঝ ও পদ্ধতিকে বোঝায়। এঁদের যুগকে ইসলামের সর্বোত্তম যুগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।" — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

সালাফদের মানহাজের মূলনীতি—

১. কুরআন ও সুন্নাহকে প্রাধান্য দেওয়া।

২. দ্বীনে নতুন কিছু সংযোজন না করা।

৩. আকিদায় কালাম ও দর্শনশাস্ত্র পরিহার করা।

৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করা।

৫. উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখা।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন— "তুমি সালাফদের পথে অবিচল থাক, যদিও মানুষ তোমাকে ত্যাগ করে।"

সালাফদের মানহাজের প্রয়োজনীয়তা—

বর্তমান যুগে নানা ভ্রান্ত মতবাদ, দর্শন ও বিভ্রান্তির মোকাবিলায় সালাফে সালেহীনের মানহাজই মুসলিম উম্মাহকে বিশুদ্ধ আকিদার দিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

৩.৫ ইজমা ও কিয়াসের সীমাবদ্ধতা আকিদায়

ইজমা অর্থ উম্মাহর মুজতাহিদ আলেমদের ঐকমত্য। কিয়াস অর্থ শরঈ মূলনীতির আলোকে তুলনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ফিকহের ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্ব থাকলেও আকিদার মৌলিক বিষয়ে এগুলোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ইজমার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে..." — সূরা আন-নিসা: **১১৫**

এই আয়াত ইজমার গুরুত্ব নির্দেশ করে।

আকিদায় কিয়াসের সীমাবদ্ধতা

আকিদার বিষয়গুলো অধিকাংশই গায়েবী। মানুষের বুদ্ধি বা কিয়াস দ্বারা এসব সম্পূর্ণ অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই আকিদা কেবল ওহীর উপর নির্ভরশীল।

ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন—

"আকিদা গ্রহণ করা হবে কেবল কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্য থেকে।"

সীমাবদ্ধতার কারণ—

১. আকিদা তাওকীফী (ওহীনির্ভর)।

২. গায়েবী বিষয়ে মানুষের জ্ঞান সীমিত।

৩. যুক্তিনির্ভর দর্শন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

৪. কিয়াস দ্বারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি নির্ধারণ করা যায় না।

আহলুস সুন্নাহর অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ ইজমাকে গ্রহণ করে, তবে তা অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে হতে হবে। আর কিয়াসকে ফিকহি মাসআলায় সীমিতভাবে গ্রহণ করা হলেও আকিদার মৌলিক বিষয়ে কিয়াসকে স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় না।

উপসংহার

বিশুদ্ধ আকিদা অর্জনের জন্য কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) ও সালাফে সালেহীনের বুঝ ও মানহাজ অনুসরণ ছাড়া সঠিক আকিদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইজমা ও কিয়াস শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ

উপাদান হলেও আকিদার ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার সীমিত ও ওহীনির্ভর। তাই একজন মুসলমানের উচিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসৃত পদ্ধতিতে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের মানহাজ আঁকড়ে ধরা, যাতে সে ভ্রান্ত আকিদা ও বিদআত থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

।। নবম অধ্যায় ।। বিশুদ্ধ আকিদাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

৯.১ সমাজ সংস্কারে আকিদার ভূমিকা

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষের চিন্তা, চরিত্র ও কর্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তিই হলো শুদ্ধ ঈমান ও তাওহীদ। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তখন সমাজে অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি ও অশান্তি কমে যায়।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বিশ্বাস করে যে, নবীগণের দাওয়াতের প্রথম বিষয় ছিল আকিদা সংশোধন। রাসূল ﷺ মক্কী জীবনের দীর্ঘ সময় তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, কারণ আকিদা শুদ্ধ না হলে আমল ও সমাজব্যবস্থা শুদ্ধ হয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْۗ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।”

— সূরা আর-রা‘দ **১৩ : ১১**

আরও বলেন—

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِۚ

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।” — সূরা আলে ইমরান ৩ : ১০৪

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে সমাজ সংস্কারের জন্য ঈমান, নৈতিকতা ও দাওয়াহভিত্তিক আন্দোলন অপরিহার্য।

৯.২ ন্যায়নীতি ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে ইনসাফ, দয়া, সততা, আমানতদারিতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। একজন মুমিন জানে যে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং কিয়ামতের দিন প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِۚ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার ও আত্মীয়কে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন।” — সূরা আন-নাহল **১৪ : ৯০**

রাসূল ﷺ বলেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।” — সহীহ বুখারী

বিশুদ্ধ আকিদা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে এনে মানবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯.৩ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে বিশুদ্ধ আকিদার প্রভাব

মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত ঐক্যের ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ আকিদা। বিভ্রান্ত আকিদা, বিদআত ও দলাদলি মুসলিম সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন— وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ

“তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” — সূরা আলে ইমরান **৩ : ১০৩**

আরও বলেন—

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ

“নিশ্চয়ই এই তোমাদের উম্মাহ এক উম্মাহ এবং আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো।” — সূরা আল-আম্বিয়া : ৯২

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“মুমিনগণ পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতায় একটি দেহের ন্যায়।” — সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়।

৯.৪ দাওয়াহ ও ইসলামী আন্দোলনে আকিদার গুরুত্ব

দাওয়াহর মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আকিদা। নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রথম মানুষকে শিরক থেকে বাঁচিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ

“আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।” — সূরা আন-নাহল১৬ : ৩৬

রাসূল ﷺ যখন মু‘আয ইবন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠান, তখন বলেন—

“তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং সর্বপ্রথম তাদেরকে এ কথার দাওয়াত দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।” — সহীহ বুখারী

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াহর প্রথম কাজ হলো আকিদা সংশোধন ও তাওহীদের দাওয়াত।

৯.৫ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ আকিদার প্রভাব

বিশুদ্ধ আকিদা রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায়ভিত্তিক শাসন, মানবাধিকার, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। শাসক ও জনগণ যখন আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হয়, তখন সমাজে ভারসাম্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

......وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ

"যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন।" — সূরা আন-নূর ২৪ : ৫৫

আরও বলেন—وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।" — সূরা আল-মায়িদাহ ৫ : ৪৫

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল বিশুদ্ধ আকিদাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাদের শাসনে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদা ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উপসংহার

বিশুদ্ধ আকিদা একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। এটি ব্যক্তি জীবনকে শুদ্ধ করে, সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করে, মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। তাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সমাজ গঠনই হলো সফলতা ও মুক্তির পথ।

।। দশম অধ্যায় ।। গবেষণার সারসংক্ষেপ

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে আকিদাগত বিভ্রান্তি, ঈমানী দুর্বলতা, বিদআত, কুসংস্কার, নাস্তিকতা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে একজন মুসলমানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ঈমানের দুর্বলতা এবং ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে "একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকিদার ভূমিকা" শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনের মানহাজের আলোকে বিশুদ্ধ আকিদার গুরুত্ব ও ঈমান গঠনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

এই গবেষণায় আকিদার শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়, ঈমানের মৌলিক কাঠামো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা, তাওহীদের প্রকারভেদ এবং ঈমানের সাথে আকিদার গভীর সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিশুদ্ধ আকিদা কিভাবে একজন মানুষের অন্তরকে শিরক, বিদআত ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে আল্লাহভীতি, তাকওয়া, ইখলাস, ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে তা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণায় আরও আলোচনা করা হয়েছে যে, ভ্রান্ত আকিদা মানুষের ঈমান দুর্বল করে এবং সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, বিভ্রান্তি ও ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগে সোশ্যাল মিডিয়া, বিভ্রান্তিকর দাওয়াহ, সেকুলার চিন্তাধারা ও ইসলামবিরোধী প্রচারণা আকিদাগত সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাই বিশুদ্ধ আকিদা সংরক্ষণে কুরআন ও সহীহ হাদীস অধ্যয়ন, সালাফদের মানহাজ অনুসরণ, আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ, পরিবারে ঈমানী পরিবেশ গঠন এবং তরুণদের ইসলামী তরবিয়ত তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদ, সহীহ হাদীস, তাফসীর গ্রন্থ, আকিদা বিষয়ক নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং সমসাময়িক গবেষণা প্রবন্ধকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বিশুদ্ধ আকিদা একজন মুসলমানের ঈমান গঠনের মূল ভিত্তি। এটি মানুষকে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ করে, আমলকে বিশুদ্ধ করে, আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজে শান্তি, ন্যায়নীতি ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মুসলিম উম্মাহর ঈমান সংরক্ষণ ও সমাজ সংস্কারের জন্য বিশুদ্ধ আকিদাভিত্তিক শিক্ষা ও দাওয়াহ কার্যক্রম জোরদার করা অত্যন্ত জরুরি।

মূল ফলাফল

১. বিশুদ্ধ আকিদা ঈমানের ভিত্তিকে দৃঢ় করে।

২. তাওহীদের সঠিক জ্ঞান মানুষকে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করে।

৩. বিশুদ্ধ আকিদা ব্যক্তির চরিত্র, ইবাদত ও আত্মশুদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. সমাজে ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আকিদার প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

৫. আধুনিক মিডিয়া, বিভ্রান্তিকর দাওয়াহ ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে আকিদাগত সংকট সৃষ্টি করছে।

৬. কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও আলেমদের সাহচর্য আকিদা সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সুপারিশমালা

১. সাধারণ মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ আকিদার শিক্ষা সহজ ভাষায় প্রচার করা।

২. মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আকিদা শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

৩. সহীহ কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বই অধ্যয়ন ও পাঠচক্র বৃদ্ধি করা।

৪. সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

৫. যুবসমাজের জন্য আকিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৬. পরিবারে ইসলামী পরিবেশ ও ঈমানী চর্চা জোরদার করা।

ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র

১. আধুনিক প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে আকিদাগত পরিবর্তন।

২. তরুণ সমাজের ঈমানী সংকট ও তার সমাধান।

৩. মুসলিম সমাজে কুসংস্কার ও লোকাচারের প্রভাব।

৪. আকিদা শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের সম্পর্ক।

৫. সমসাময়িক বিভ্রান্তিকর মতবাদ ও ইসলামী আকিদার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

৬. পরিবার ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকিদা সংরক্ষণের উপায়।

তথ্যসূত্র

কুরআন মাজীদ

আল-কুরআনুল কারীম।

হাদীস গ্রন্থসমূহ

১. সহীহ আল-বুখারী — ইমাম বুখারী (রহ.)

২. সহীহ মুসলিম — ইমাম মুসলিম (রহ.)

৩. সুনানে আবূ দাউদ — ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)

৪. জামে আত-তিরমিযী — ইমাম তিরমিযী (রহ.)

৫. সুনানে আন-নাসাঈ — ইমাম নাসাঈ (রহ.)

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ — ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)

৭. মুসনাদ আহমাদ — ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

তাফসীর গ্রন্থসমূহ

১. তাফসীরে ইবনে কাসির

২. তাফসীরে কুরতুবী

৩.. তাফসীরে আহসানুল বায়ান

আকিদা বিষয়ক কিতাব

১. বিশুদ্ধ তাওহীদ — মুফতি শুয়াইবুল্লাহ খান মিফতাহী

২ . আল-আকী দাতুত তাহাবিয়্যাহ — ইমাম তাহাবী

৩. ঈমান সবার আগে —মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

নির্ভরযোগ্য পত্রিকা-মাসিক আল কাওসার

বিভন্ন অনলাইন মাধ্যম

পরিশেষে দো'আ

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনীতভাবে দো'আ করি—

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল প্রকার ভ্রান্ত আকিদা, শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত ও গোমরাহী থেকে হেফাজত করুন। আমাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ তাওহীদ, সহীহ ঈমান এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আকিদার ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে উপলব্ধি করে তা অনুসরণ করার এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিনে তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন।

হে পরম করুণাময়! আমাদের জ্ঞানকে উপকারী, আমলকে ইখলাসপূর্ণ এবং জীবনকে আপনার সন্তুষ্টির অনুগত করে দিন। আমাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজের ওপর অটল রাখুন এবং ঈমানের সঙ্গে জীবনযাপন ও ঈমানের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের পরিবার, সন্তান-সন্ততি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে বিশুদ্ধ আকিদা ও সহীহ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করুন এবং সকল প্রকার ফিতনা, বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে বিশেষ রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই সর্বাধিক দানশীল।"

হে আল্লাহ! এই গবেষণাকর্মে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তা ক্ষমা করে দিন এবং একে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

আমীন ইয়া রব্বাল 'আলামীন।